

গণশার বিয়ে

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গণ্শার বিয়ে

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রকাশক—সুপ্রিয় সরকার
এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ ; বৈশাখ ১৩৫৯
মূল্য ১৷৷০ টাকা

মুদ্রক—শ্রীবিভূতিভূষণ পাল
দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৪, বাগমারী রোড, কলিকাতা

বইখানি নাট্যরসিক প্রিয় বন্ধু

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নামে উৎসর্গ করলাম।

ব-ভ-ম

"বরযাত্রী" আর "বাসর"-এর কয়েকটি গল্প একত্র ক'রে "গণ্শার বিয়ে" দাঁড় করানো গেল। নাটিকাটি সর্বপ্রথম অমৃত বাজার ক্লাব "রংমহল" নাট্যমঞ্চে অভিনীত করেন। অমৃত বাজারের শ্রীযুক্ত মিহিরলাল গাঙ্গুলী ঐ উদ্দেশ্যে গল্পগুলি গ্রথিত করে বর্তমান রূপ দেন। এখানে-ওখানে আমি কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করলেও প্রায় সেই রূপটিই বজায় আছে। তাঁর কাছে এই সঙ্গে ঋণ স্বীকার করে রাখলাম।

ব. ভ. ম

পাত্র-পাত্রীগণ

গণ্শা
ত্রিলোচন
ঘোঁৎনা
রাজেন
কে, গুপ্ত
গোরাচাঁদ
ভুবন
গোলোক

পুঁটুরাণী
বাসর সঙ্গিণী
খুকুমণি
খুকুমণির দিদিমা

সহায়রাম, শুভেন্দু, তুলসী, জগুদা, রঘু, ন্যায়রত্ন, ভবতারন, সামন্ত, কালু।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ত্রিলোচনের বাড়ির বারান্দা

(দৃশ্যের প্রথমে দেখা গেল ঘোঁৎনা, গোরাচাঁদ, রাজেন ও কে, গুপ্ত দণ্ডায়মান। এক মিনিট সানাই শোনা গেল। ত্রিলোচন প্রবেশ করল)

ত্রিলোচন। এল র‍্যা ?

ঘোঁৎনা। ওর মামা ওকে যে রকম আগলে বসে আছে দেখলাম—

(সাইকেলের ঘণ্টা ও পরে গণ্‌শার প্রবেশ)

গণ্‌শা। গ—গগণ্‌শাকে আটকায়, সে এখনও মা-ম্মায়ের পেটে।

রাজেন। তোর কিন্তু না গেলেই ভাল হ'ত গণ্‌শা। এত দিন হাঁটাহাঁটি করে সাহেব যদি বা ইণ্টারভিউয়ের জন্যে আজ ডাকলে, বরযাত্রী যাওয়ার লোভে—

ঘোঁৎনা। তাতে আবার আজকাল চাকরির যা বাজার।

গণ্‌শা। তিলুর বিয়েতে আমি যাব না! এর পর আমার নি-ন্নিজের বিয়েতে বলবি, গ-গগণ্‌শা, তোর গিয়ে কাজ নেই, তুই চা-চ্চাকরির খোঁজ করগে।

ত্রিলো। না না, এসে ভালই করেছিস। বউদি আবার বাসর ঘরের যা ভয় লাগিয়ে দিয়েছে, ভাবছি আর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। যার সঙ্গে বিয়ে,

সে একলাটি থাকলেই দিব্যিটি হ'ত। কার কথার যে কি উত্তর দোব, কার কানমলা সামলাব, কে গোঁফজোড়াটা নেড়ে দেবে, তার ওপর গানের ফরমাশ আছে···

কে, গুপ্ত। তা বটে ; পাঁচটা ফরওয়ার্ডকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয় !···

ত্রিলো। দু'জনে মিলে, আর এ একলা।···গোঁফজোড়াটা নয় ফেলে দোব গণ্শা, যতটা হাল্কা হয়। বিয়ে হয়ে গেলে আবার না হয় তখন—

গোরা। তা হ'লে তো নাক কান কেটে, মাথা মুড়িয়ে বাসর ঘরে ঢুকতে হয়।

গণ্শা। বরং ক-কন্ধকাটা হয়ে ঢুকলে তো আরও ভাল হয়। দেখবে, বরের গ-গ্গলারই বালাই নেই, গাইতে বলা মিছে।

ত্রিলো। তোদের তামাশা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার এদিকে যে কি হচ্ছে তা—। আবার তার ওপর সকাল সকাল লগ্ন পড়ে গেছে কপাল গুণে।

কে, গুপ্ত। খুব ষ্টেডি থাকবেন মশাই, নার্ভাস হলেই প্রেস করে ধরবে। একটা বড় দেখে নিতবর সঙ্গে নিলে হোত না ?

গণ্শা। বা-ব্বাড়ির দারোয়ান কি গা-গ্গাড়ির সহিসকে তো আর নিতবর করবে না মশাই ; সে সব আপনাদের চা-চ্ছাতুর দেশে চলে।

ঘোঁৎনা। বাসর ঘরের ভয়ে যদি বিয়ে ছাড়তে হয় তো কলিশানের ভয়ে গাড়ি চড়াও ছাড়তে হয়।

গোরা। তা হ'লে কাঁটার ভয়ে মাছ খাওয়া ছাড়তে হয়।

রাজেন। কণ্টকের ভয়ে গোলাপফুল ছাড়তে হয়।

গণ্শা। বরযাত্রীদের মালা এসেছে ?

ত্রিলো। সে সব ঠিক আছে—মালা, গোলাপজল, এসেন্স।—আমি যাই দেখিগে, সবাই একটু মিষ্টিমুখ করে যাবি তো ?

(ত্রিলোচন ঘোঁৎনা ও গোরাচাঁদের মাঝখানে দাঁড়াল)

গোরা। হাঁ, যা শীগ্‌গির যা। কি কি আছে র‍্যা ?

ঘোঁৎনা। আর শোন, ওদিকে কে কে যাচ্ছে বল তো ? বেশি ভেজাল বাড়লে আবার ফুর্তি জমবে না।

ত্রিলো। বাবা এক, মেসো দুই, সেজ পিসে, সহায়রামবাবু, এই হ'ল চার আর,—

কে, গুপ্ত। একজন পুরুত যাবে না ?

ত্রিলো। পুরুত পাঁচ, দীনে নাপ্‌তে ছয়। পুরুত-মশাই নিজে যেতে পারবেন না, তাঁর কাকা ন্যায়রত্ন মশাই যাবেন।

গোরা। সেরেছে! এই ছ'জনেও মিষ্টিমুখ করবে তো ?

ঘোঁৎনা। পুরুত-ঠাকুরের কাকা ? সে বুড়ো তো রাতকানা, আবার কালাও তার উপর ; কার সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে !

ত্রিলো। তাকে দীনে সামলাবে।

রাজেন। একা দীনে ব্যাটা ক'জনকে সামলাবে ? ওদিকে সহায়রাম চাটুজ্যে যাওয়া মানে বোতলের শ্রাদ্ধ।

ত্রিলো। সহায়রামবাবু আর সেজ পিসে রাত্তিরেই চলে আসবে ; কাল তাদের আপিসের মেল-ডে কিনা, ছুটি পেলে না। আর বোতল দু'পাঁট সাফ হয়ে গেছে, দু'ডজন চপ কাটলেট—

গোরা। কেন মিছিমিছি তিলুকে আটকাচ্ছিস সবাই ? সাজগোজে দেরি হয়ে যাবে, ভাল করে একটু সাজতে হবে তো ? কথায় বলে বর-সজ্জা।…ঐ সঙ্গে কিছু চপ কাটলেট সরিয়ে ফেলগে তিলু, ট্রেনে কাজ দেবে।

(নেপথ্যে—দাদা, গল্প করছ, জামা-কাপড় পরতে হবে না ? বউদি চন্দন-টন্দন নিয়ে ব'সে আছেন যে !)

গোরা। তোদের সব তাড়াতাড়ি। আগে গিয়ে কি যেন মিষ্টিমুখের কথা বলছিলি, দেখে শুনে দিগে। তাড়াতাড়িতে ভুলে গেলে তোর মার মনে আবার শুভ-দিনে একটা খটকা থেকে যাবে। ও সাজগোজের জন্যে ভাবিস নি, আজকাল আবার মেলা সাজগোজ করাটা ফ্যাশান নয়, না রে গণশা ?

গণ্শা। তা বইকি, আজকাল যত— (সামলাইয়া লইয়া) মা-ম্মালা, গোলাপ-জল, এসেন্স পাঠিয়ে দিগে, আর আমার জন্যে একটা সিল্কের রুমাল, আর ভা-ভভালো শাল পারিস তো, পা-প্পালিয়ে এসেছি কিনা ! (ত্রিলোচনের প্রস্থান। গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া) বে-ব্বেচারা বিয়ের সময় একটু সাজগোজ করবে না তো ওর দিদিমাকে গঙ্গাযাত্রা করাবার সময় করবে ? থ্যাটের গন্ধ পেলে তোর জ্ঞান থাকে না গোরে। আমার আবার সা-সাসাক্ষী মানতে কে বলছিল র‍্যা ? একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, অমনই, 'না রে গণ্শা' ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

ত্রিলোচনের বিবাহ আসর

(একদিকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ত্রিলোচনের পিসে, সহায়রামবাবু আর কন্যাপক্ষীয় একটি মাতাল ও অন্যান্য কয়েক জন—অন্য দিকে বরের আসনে ত্রিলোচন, পাশে বন্ধুবর্গ)

মাতাল কন্যাপক্ষীয়। কত বরযাত্রী এল গেল, কিন্তু আপনাদের মতন বরযাত্রী আর চোখে পড়ল না। কী অমায়িক, কি ভদ্র !

সহায়রাম। সে কি কথা! ওটা নিতান্তই বিনয় আপনাদের। এ রকম ভব্য-কন্যাপক্ষই বরং আমাদের চোখে পড়ে নি কখনও।

মাতাল কন্যাপক্ষীয়। একি একটা কথা হোল? আমরা তো অতি দীন, অতি হীন।

সহায়রাম। না না; এ শুধু লজ্জা দিচ্ছেন, এ রকম ভদ্র কন্যাপক্ষের দেখা পাওয়ার সৌভাগ্যই হয় নি আমাদের কখনও।

মাতাল কন্যাপক্ষীয়। সে কি? আমরা তো অতি ইতর, অতি নচ্ছার, অতি···

ত্রিলোচনের পিসে। কেমনতর লোক আপনারা মশাই? একটা ভদ্রলোক সেই থেকে বলছে, আপনাদের মত ভদ্রলোক দেখিনি, তা কোন মতেই মানবেন না? ভারি জ্বালা তো!

মাতাল কন্যাপক্ষীয়। আর আমাদের কথাটা বুঝি কিছু নয় তাহ'লে মশাই? আমরা এতগুলো লোক মিথ্যেবাদী হলাম?

সহায়রাম। ক'টা ভদ্রলোক আছে আপনাদের মধ্যে গুণে দিন তো দেখি, চিনতে পারছি না। ভদ্রলোকের মান রাখতে জানেন না, আবার ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিতে যান!

ছোকরা। এটা কালসিটে মশাই, মনে থাকে যেন।

(এইখানে একটি গোলমালের সৃষ্টি হইল—কন্যাকর্তা
আসিয়া ইহাদের ভিতরে লইয়া গেলেন।)

রাজেন। যাই কবিতা বিলিয়ে আসরটা একটু শান্ত করে আসি।

ঘোঁৎনা। এই, সব ক্ষেপে রয়েছে, এখন আর ঘাঁটাস নি। যারা পড়তে জানে না, ভাববে ঠাট্টা করছে।

রাজেন। তাহ'লে এগুলো কি হবে? এত কষ্ট করে লিখলাম, ছাপালাম, কেউ পড়বে না?

গোরা। ভাবিস নি, আমি কাল শেয়ালদার মোড়ে বিলি করিয়ে দোব'খন। আজকাল একটা ছোঁড়া জ্যাঠার 'সন্ন্যাসী-প্রদত্ত দত্রুভৈরবে'র হ্যাণ্ডবিল বিলোয় কিনা, সঙ্গে একখানা করে তোর 'হর্ষোচ্ছ্বাস' দিয়ে দেবে।

(রাজেন নৈরাশ্য এবং বিরক্তিতে মুখটা কুঞ্চিত করলে)

ত্রিলো। দেখলি তো পিসে আর সহায়রামবাবুর কাণ্ডটা? ওদের আর কি? ওঁরা দুজনেই তো এই গাড়িতে লম্বা দেবে, সব ঝোঁকটা গিয়ে পড়বে আমার ওপর···আঃ,—গোলমালে আবার গানের অন্তরাটা দিলে ভুলিয়ে। তারপর কি ব্যা গণ্শা, 'মুহা পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি'·· একটু মাথাটা সরিয়ে আন, সুর করেই বল।

গণ্শা। মুহা পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি চিত মোর ব্যা—ব্যা—ব্যা···

রাজেন। ব্যাকুল হোয়···

গণ্শা। তুই থাম, তা-ত্তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যাচ্ছিস···

(রাজেন বিরক্ত ভাবে মুখটা কুঁচকে উঠে গেল)

গোরা। লুচি ভাজার গন্ধ বেরুচ্ছে, কি রকম খাওয়াবে কে জানে!

(ত্রিলোচনের পিতার প্রবেশ)

ত্রিলোচনের পিতা। বাবা গোরাচাঁদ, শুনে যাও একটা কথা। (গোরাচাঁদ উঠে গেল) বাবা, আমার ত্রিলোচন আর তোমরা কি আলাদা?

গোরা। আজ্ঞে না, আমরা সবাই আপনার ছেলের মতন, কিছু তফাৎ নেই তো। তিলুকে নিজের ভাই জেনেই তো এসেছি সব।

ত্রিলোচনের পিতা। তা হ'লে একটি কথা, কেউ তোমরা এখানে অন্নস্পর্শ ক'রো না আজ।

গোরা। আজ্ঞে ওর আজকে বিয়ে বলে কিছু খেতে নেই, আর আমরা তো শুধু বরযাত্রী হয়ে এসেছি কিনা—

ত্রিলোচনের পিতা। সে জন্যে নয়। এদের আক্কেলটার কথা ভাবছি, আমাদের

কি অপমানটা করলে দেখলে না? আমি যৎপরোনাস্ত রেগেছি, গোরাচাঁদ ; এই আমি দাঁড়িয়ে আছি, বর তুলে নিয়ে যাক তো আমার সামনে থেকে !

গোরা। আজ্ঞে, সেটা কি ভাল হবে ? খেতে বারণ করেন সে কিছু শক্ত কথা নয়, কিন্তু এরা যে রকম অবুঝ আর বেয়াক্কেলে লোক দেখছি, বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গামা—

(নেপথ্যে)। ওরে দই-ক্ষীর এসেছে ; অন্দরে নিয়ে যা, ওই দিক দিয়ে ঘুরে যা !

গোরা। কি যে বলছিলাম ? হ্যাঁ বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গামা—এমন কি, না খেলেও একটা রীতিমত হাঙ্গামা করতে পারে। তাই বলছিলাম—

ত্রিলোচনের পিতা। গণ্শাকে ডাক।

গোরা। তিলুর বাবা ডাকছেন রে। দেখিস, যেন মেলা আত্মীয়তা করতে যাস নি ; তা হ'লে আমার মতন বেকায়দায় ফেলে খাওয়া বন্ধ করবে, ভয়ানক খাপ্পা হয়েছে এদের ওপর।

কন্যাকর্তা। এইবারে বরকে নিয়ে যাবার—। কই, বেয়াই-মশাই কোথায় ? এই যে— (কাছে গিয়ে) তা হ'লে দাদা অনুমতি দিন এইবার।

ত্রিলোচনের পিতা। (ঢুলতে ঢুলতে চিন্তা। এই সময় একটা অঘটন ঘটার আশঙ্কায় সবাই উৎকণ্ঠিত। তারপর উঠে কন্যাকর্তাকে আলিঙ্গন ক'রে) তিলু তো তোমারই ছেলে ভাই, আজ যদি—ওফ।

(কন্যাকর্তা ত্রিলোচনকে উঠালেন—আধ মিনিট সানাই—কন্যাকর্তা ও ত্রিলোচনের প্রস্থান, রাজেনও কিছু পরে প্রস্থান করলে)

কে, গুপ্ত। যান, ভগবান আছেন।

গোরা। জ্যাঠামশাই!

ত্রিলোচনের পিতা। কে, গোরাদাঁদ? গোরা রে, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত —ওফ!

গোরা। আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছিলাম, আর তবে না-খাওয়ার হাঙ্গামাটাও করে কাজ নেই, কি বলেন? যখন মিটেই গেল—

ত্রিলোচনের পিতা। সে কি কথা, খাবি না? তিলুর বিয়ে আর তোরা খাবি না?...ওফ! আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত!

(ত্রিলোচনের পিতার প্রস্থান)

(কন্যা পক্ষের দুই জনের প্রবেশ—প্রথম একটু বয়স্থ, দ্বিতীয় ছোকরা গোছের)

১ম কন্যাপক্ষ। বরযাত্রীদের মধ্যে কারা এই গাড়ীতে ফিরে যাবেন যেন?

ঘোঁৎনা। হ্যাঁ, সহায়রামবাবু আর বরের পিসেমশাই, তাঁরা ঐ ঘরে রয়েছেন।

২য় কন্যাপক্ষ। দুজন তা হ'লে? বলেন তো আপনাদের সবারই জায়গা করে দিই; ক'জন আছেন সব মিলিয়ে?

গোরা। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়। আছি, আমি এক, ঘোঁৎনা দুই—

গণ্শা। খা-খ্খালি খাই খাই, স্ত্রী-আচার দেখবি নি?...আজ্ঞে না, আমরা একটু ফুর্তি-টুর্তি করি, খাওয়া তো রোজই—

১ম কন্যাপক্ষ। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ঠিক, একটু আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনা করুন... শিবপুর থেকে এসেছেন, গান-বাজনার দেশ; বলে, গাইয়ে বাজিয়ে সুর, তিনে শিবপুর।

(প্রস্থান)

২য় কন্যাপক্ষ। আমরা তো তাই চাই। আপনারা দয়া করে—

গণ্শা। মা-ম্মাপ করবেন; আমাদের মধ্যে কেউ গা-গগাইতে বাজাতে জানে না।

২য় কন্যাপক্ষ। সে কথা শুনব কেন মশাই? সাদা কথাতেই আপনার অমন গিটকিরি বেরুচ্ছে, গাইতে বসলে তো গিটকিরি ছাড়া কিছু বেরুবেই না।

গণ্‌শা। কি কি ব-বললেন! (চোখ রাঙিয়ে এগিয়ে যাওয়া)

(ছোকরার প্রস্থান ও রাজেনের প্রবেশ)

রাজেন। হাড় ক'খানির মায়া রাখ?

গণ্‌শা। কেন কি হয়েছে?

রাজেন। তা হ'লে স্ত্রী-আচার দেখবার নাম ক'রো না; যা করে বেঁচে এসেছি, আমিই জানি।···বাইরে দাঁড়িয়ে যাব কি না যাব ভাবছি, একটা কেলে রোগা ছোঁড়া এসে বললে, ভেতরে চলুন না, বাইরে কষ্ট করছেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ কোথা থেকে এসে কাঁধের উপর হাত দিয়ে—কে মশাই আপনি? ফিরে দেখি, ইয়া লাস, আমার পায়ের গোছ তার হাতের কব্জি। পরে একজনের কাছে খবর নিয়ে জানলাম, কনের কাকা, নাম জগুদা। থতমত খেয়ে বললাম, বর-যাত্রী—স্ত্রী-আচার দেখছি। সে বললে—'শুনে সুখী হ'লাম। একলা যে?' বললাম, তারা আসব আসব করছে। তখন বললে—'শুনে আরও সুখী হলাম, তাঁদের ডেকে নিয়ে আসুন। একটিতে আমার হাতের সুখ হবে না।...কালসিটেতে এসে স্ত্রী-আচার দেখবে? মাতলামির আর জায়গা পাও নি?' আমি তো ভয়ে কেঁচোটি হয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এলাম। দেখি, সেই হ ামজাদা ছোঁড়াটা দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছে; যদি কখনও শিবপুরে পাই ব্যাটাকে—

গণ্‌শা। ইডিয়ট! ভী-ভ্‌ ভীরু কোথাকার! বি-বিয়ে দেখতে এসে যদি স্ত্রী-আচারই দেখলাম না তো—। চল্‌ সবাই দে-দেখি কে কি করে!

(সকলের প্রস্থান)

—দৃশ্যান্তর—

(গণ্শা প্রভৃতি বন্ধুবর্গের প্রবেশ)

জগুদা। এই যে, সবাইকে ডেকে এনেছেন!

(চেহারা দেখে সবাই ঘাবড়ে গেছে। গোরাচাঁদ নিঃসাড়ে সরে পড়ল)

রাজেন। আজ্ঞে না, মানে হচ্ছে এরা সব বললে—

ঘোঁৎনা। গোরাচাঁদ বললে, বরং খেয়ে নিলে হ'ত; আমি বললাম তা হ'লে কনের কাকাকে গিয়ে বললেই হবে, তিনিই সব করছেন কম্মাছেন—

রাজেন। আমি বললাম, আর জগুদা লোকও বড় ভাল।

গণ্শা। লো-ল্লোক ভাল শুনে আমি বললাম, চ-চ্চল তা হ'লে আম্মো যাই, জগুদার সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয়ও হবে। সে-স্সে একটা মস্ত সৌভাগ্য কিনা।

জগুদা। বেশ বেশ; কিন্তু দু-একটা জিনিস এখনও বাকি আছে। যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে তো গোরাচাঁদবাবু না হয়—

ঘোঁৎনা। সেই খুব ভাল কথা। গোরাচাঁদ তুই তা হ'লে—। কোথায় গেল গোরাচাঁদ? আচ্ছা আপনি এগোন।

(জগুদার প্রস্থান)

কে, গুপ্ত। খুব হট্টাকট্টা জোয়ান, গ্র্যাণ্ড ফুল ব্যাক হয়, গোষ্ঠ পালের জোড়া!

তৃতীয় দৃশ্য

আসরের এক অংশ, ফরাস পাতা, তাকিয়া রয়েছে কয়েকটি

(ত্রিলোচন ও গণ্‌শা ব্যতীত আর সকলে প্রবেশ করলে।
কয়েকটি কণ্ঠে ঢেকুরের শব্দ)

গোরাচাঁদ। খাইয়েছে মন্দ নয়, তবে একটু একটেরেয় পড়ে গিয়েছিলাম, এই যা। রাজু, তোর পদ্যটা পড়্‌তো একটু শুনি। গোড়াটায় বেশ লিখেছিস—'আজকে সখা দিল-পেয়ালায় ফুর্তি-সরাব উছলে ওঠে!

ঘোঁৎনা। আরে দুৎ, উছলে ওঠে! তিলুর বিয়েটা জমতেই পেলে না, পদে পদে বাধা; এ যেন—। গণ্‌শা কোথায় দেখছি না যে?

রাজেন। তাই তো!

কে, গুপ্ত। দেখুন তো গণেশবাবুর মতই না?

ঘোঁৎনা। তাই তো বোধ হচ্ছে; অন্ধকারে ওখানে কি করছে ছোঁড়া?

(সন্তর্পণে গণ্‌শার প্রবেশ)

গণ্‌শা। চুপ!

ঘোঁৎনা। কোথায় গিয়েছিলি রে গণ্‌শা?

গণ্‌শা। তি-ত্তিলুর বাসর ঘর দেখে এলাম।

সকলে। সেকি! দুৎ, মিছে কথা! মাইরি?

কে, গুপ্ত। ত্রিলোচনবাবু আছেন তো?—কানটান—জামায় রক্তটক্ত—

গণ্‌শা। আপনার ত্রিলোচন এখন সহস্র-লোচন ইন্দ্র হয়ে ব'সে আছে, চা-চ্চারিদিকে অপ্সরী, কিন্নরী, ঠান্‌দিদি।

রাজেন। উঃ, যেতে বে মাইরি!

গণ্‌শা। বেজায় শক্ত। সরু রাস্তা। ছাই, গোবর, ভাঙ্গা ইট, সুরকির গাদা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। খড়খড়ি-দেওয়া পাশাপাশি দুটো

জানালা, একটার জোড়ের কাছটা একটু ফাঁক, আর অন্যটাতে একটা খড়খড়ির নিচের দিকে একটা ছোট্ট ফালি উড়ে গেছে। ভ-ভ্গবানের দয়া, বো-ব্বোঝ ; চাও যেতে কেউ ?

ঘোঁৎনা। আলবৎ যাব, এর আর বোঝাবুঝি কি আছে ?

কে, গুপ্ত। সাপখোপ—

ঘোঁৎনা। রাত্তিরে ঐ নাম করছেন ? আচ্ছা কাঠগোঁয়ার তো !

গণ্শা। তবে হ্যাঁ, জঙ্গলের ওদিকে খানিকটা ফাঁকা মা-ম্মাঠ আছে, যদি তাড়া করে তো—

গোরা। কি দেখলি জানালার ফাঁক দিয়ে গণ্শা ? এক ঘর বুঝি খুব স্থন—

রাজেন। থাক, বর্ণনা করলে আবার বাসি হয়ে যাবে।

চতুর্থ দৃশ্য

মাঝে দেয়াল দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত দৃশ্য

(একপাশে বাসরে ত্রিলোচন, নববধূ ও বাসরের মেয়েরা ;
অন্য পাশে জান্লার বাইরে গণ্শা ও বন্ধুবর্গ উঁকি মারছে
এবং চাপা গলায় আলোচনা করছে)

গোরা। (পা চুলকাতে চুলকাতে) ওরে গণ্শা, বড্ড কুটকুট করছে ; উঃ কি করি বল্ তো ?

১ম বাসর সঙ্গিনী। এই দেখ ভাই। আহা, বেচারী এই জন্যে মনমরা হয়েছিল গো। দেখ দিকিন কেমন !

গোরা। শুনছিস ? গেলাম, গেলাম মাইরি, গোবরটা নিশ্চয় পচা ছিল।

গণ্শা। কি করে জানলি ?

গোরা। কি করে জানলি ! ভয়ানক কুটকুট করছে যে পা দুটো।

গণ্শা। কেন ?

গোরা। (নিরাশ হয়ে সরে গিয়ে ঘোঁৎনার পেছনে দাড়িয়ে) ঘোঁতু, পচা গোবরের কোন রকম ওষুধ—

ঘোঁৎনা। না, হয় না ; ফেলে দে।

১ম বাঃ সঃ। হ্যাঁ ভাই বর, অমন চাঁদপানা মুখ একখানা দেখিয়ে দিলাম, মজুরী হিসেবেও একখানা গান—

২য় বাঃ সঃ। হ্যাঁলা সরীদি, জানিস না, দয়া করলে কি আকে রস দেয় ? কানে মোচড় না দিলে কি গান বেরোয় ?

(দুজনে দুদিক থেকে ত্রিলোচনের কানে হাত দিল)

ঘোঁৎনা। দেখলেন ঐটুকু মেয়ে অবলীলাক্রমে বিদ্যেসুন্দর আউড়ে দিলে।

কে, গুপ্ত। সে আবার কি ?

ঘোঁৎনা। তোমার মুণ্ডু, কাটখোট্টা !

রাজেন। পোষ মাসে বিয়ে হয় না, না রে গণ্শা ? ধর্ যদি তেমন জরুরী হয় ? আচ্ছা মাঘ মাসে ? মাঘ মাসের গোড়ায় দিনটিন আছে কি না খোঁজ রাখিস্ ?

ত্রিলোচন। (কান বাঁচাবার চেষ্টা করে) থামুন থামুন ; আমি গাইব, তবে কথা হচ্ছে, গানের অন্তরটা হারিয়ে যাচ্ছে, বাংলা নয় কিনা। যদি একবার ভেতরের বারান্দায় গণ্শাকে ডাকিয়ে পাঠান তো—

গণশা। কি সর্ব্বনাশ বল্ দিকিন ! ইডিয়ট ! এক্ষুনি ওদিকে ডাক পড়বে, এখন কি করা—

১ম বাঃ সঃ। হ্যাঁ আমরা গনশা কি ঢ্যাপসা, এদের ডাকতে যাই আর কি।

গোরা। আবার চাগিয়েছে রে, গেলাম মাইরি ! কি কুটকুট, বাবাঃ !

গণ্শা। তুই সব মাটি করলি ; আয় তো এদিকটায় ফাঁকায় একটু সরে। সেই মেয়েটা এতক্ষণে বোধ হয়—

(গোরাকে টেনে একটু সরে গিয়ে পরীক্ষা করা। একটি মেয়ে এঁটো পাতা ও তরকারী ফেলতে এল এবং ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এদের দেখে চীৎকার করে উঠল।)

নেপথ্যে। ওগো বাবা গো, ডাকাত ! (সকলের পলায়ন। নেপথ্যে কোলাহল)

পঞ্চম দৃশ্য

বন বাদাড়

(নেপথ্যে একটা গোলমালের মধ্যে)

শুভেন্দু। ঐ পালায়, পেছু নাও !

তুলসী। উত্তর দিকে ছুটেছে !

শুভেন্দু। বন্দুক না নিয়ে বেরিও না ; খবরদার ! টোটা ভরে বেরুবে।

(ছুটতে ছুটতে গণ্শা, রাজেন ও গোরাচাঁদের প্রবেশ)

গণ্শা। স-স্‌সামনেই ফাকা মাঠটা, শীগগির নেমে পড়্।

রাজেন। তার চেয়ে চেঁচিয়ে বল্, আমরা বরযাত্রী।

গণ্শা। তুই আলাপ ক-ক্করগে মুখ্যু।

(তিন জনে ছুটে বেরিয়ে গেল)

দৃশ্যান্তর

(বনবাদাড়ের মধ্যে পিছনে একটা পুকুর, তিন জনে হাবুডুবু খাচ্ছে। গোলমাল নেপথ্যে চলছেই)

রাজেন। এই তোর মাঠ ? কি ভীষণ পানা রে বাবা ! উফ্‌ !

গণ্‌শা। পানাগুলোকে অন্ধকারে ঘা-ঘ্যাস ভেবেছিলাম। ডুব-সাঁতার কাট।

(ভিড়ের সঙ্গে তুলসীর প্রবেশ)

তুলসী। এই পুকুরে ?

(শুভেন্দুর প্রবেশ)

শুভেন্দু। হ্যাঁ, ঘিরে ফেল। লাঠি শড়কি যাই হোক, সবাই এক একটা হাতে রাখো, ভয়ঙ্কর লাস এক একটা।

(জগুদার প্রবেশ)

জগুদা। রঘোকে খবর দেওয়া হয়েছে ?

(রঘুর প্রবেশ)

রঘু। এজ্ঞে, এই যে মুই রামদা নিয়ে রয়েছি। নেমে পড়ব ?

জগুদা। না, ঘিরে ফেল চারিদিক থেকে। ···ওরে, কুকুর দুটোকে খুলে দে। দেখতে পাচ্ছ কেউ ?

রঘু। যেন তিনটে মাথা ওদিক পানে। (গোরাচাঁদ ডুব দিল)

জগুদা। দুটো ! (গণশা ও রাজেন ডুব দিল)

রঘু। গোঁত্তা দিয়েছে সব।

জগুদা। নজর রাখিস। (রঘুর প্রস্থান)

রাজেন। কতক্ষণ ডুবে থাকা যায় ?

গোরা। কতক্ষণ ভেসে থাকা যায় ? আমার পেটে জায়গাই ছিল না,—তার উপর জল—

রাজেন। পানার জল।……উঃ, কি কামড়ায় র‍্যা ?

গণ্শা। মা-ম্মা-ছ—বোধ হয় পো-প্পোষা মাছ।

রাজেন। উঃ, পোষাই বটে ওদের, ছিঁড়ে ফেললে।

গোরা। আবার পচা গোবরের চার পেয়েছে কিনা ?

নেপথ্যে। বরযাত্রীরা তো নেই জগুদা, দুজন খালি মদ খেয়ে নাক ডাকছে। ডাকাত পড়েছে বলতে বললে, পড়ে থাক, উঠিও না।

জগুদা। আপনারা তা হলে কোন দিকে আছেন মশাই ? একবার টর্চটা বের করুন না।

তুলসী। তারা আবার এই সময় কোথায় গেল ? পরের ছেলে—ভাবনার কথা তো।

গোরা। এই গণ্শা, এই তালে জানিয়ে দে, আমরা এখানে, কোন ভাবনা নেই।

রাজেন। আর টর্চটা ভিজে গেছে !

(বন্ধুদের লক্ষ্য করিয়া শুভেন্দু ও তুলসী ঢিল ছুঁড়িল)

শুভেন্দু। ঐ যে, ঐখানটায় একটা ঘায়েল হয়েছে !

গোরা। ঢিল ছুঁড়বেন না আপনারা।

রাজেন। বন্দুকও ছুঁড়বেন না।

তুলসী। বটে বটে, কি ছুঁড়তে তা হলে হুকুম হয় ?

শুভেন্দু। ফুল ছুঁড়তে, চন্দনে ডুবিয়ে। (সকলের হাস্য)

গোরা। আমরা বরযাত্রীর দল।

(সকলে হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল)

তুলসী। রসিক আছে তো!

শুভেন্দু। ঐ যে শুনেছে বরযাত্রীদের পাওয়া যাচ্ছে না—ওরে আমার চালাক রে!

রাজেন। না, দিব্যি করে বলছি, আমরা বরযাত্রী, উঠলেই টের পাবেন।···থু থু কি পানা রে বাবা! (গণ্শা হাঁপাচ্ছিল) রঘু এদিকে নেই তো?

জগুদা। বটে! ওরে, রঘুকে ডাক। (তিন জনে আবার জলে পড়ল) আচ্ছা, উঠে আয়, কিন্তু এক এক করে। (রঘুর প্রবেশ) রঘু, তুই একটু ওদিকেই থাক, তোয়ের থাকবি কিন্তু।

(রাজেন উঠে এল)

রাজেন। এই দেখুন।

তুলসী। বাঃ, কি চমৎকার!

শুভেন্দু। চোখ জুড়িয়ে গেল!

(গোরা উঠে এল)

রাজেন। এ গোরা।

তুলসী। হাইল্যাণ্ডার গোরা বলুন!

(গণ্শা উঠে এল, মাথায় একটা কচুরিপানার চুড়া)

শুভেন্দু। (চুড়াটার ওপর হাত দিয়ে) বাঃ, এই যে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ!

তুলসী। কি বলছে? এরাও বরযাত্রী? দড়ি নিয়ে এস।

শুভেন্দু। বরযাত্রী নেই কিনা, ধরা পড়ে তাদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে।

তুলসী। আরে, তাদের যে ইষ্টিশানের দিকে যেতে দেখলাম। আর তাদের দেখলেই জগুদা তক্ষুনি চিনে ফেলত, না জগুদা?

জগুদা। দেখতেও হ'ত না, গলা শুনেই চিনতাম।

শুভেন্দু। তুই যেতে দেখলি তাদের? তা হবে; কয়েক জন চলে যাবে বলে তখন গোঁও ধরেছিল; আর তারা ছিল ছ' সাত জন।

গোরা। পাঁচ জন ছিলাম।

জগুদা। আর তাদের মধ্যে একজন তোৎলা ছিল, সবচেয়ে হারামজাদা।

গণ্শা। এই যে ম-ম্মশাই, আম্মো রয়েছি ; বে-ব্বেজায়—

তুলসী। মা-ম্মাইরি ! অমনই তো-ত্তোৎলা সেজে গেলে !

শুভেন্দু। একজন খোনা ছিল।

তুলসী। একজন খোঁড়া ছিল।

জগুদা। তা এখনও হতে পারে।

কন্যাকর্তা। (প্রবেশ) ওদিকে কি করছিলে সব ?

রাজেন। বল্ না রে।

গণ্শা। আরে দুৎ, আমার কথা বে-ব্বেশি আটকে যাচ্ছে, বি-ব্বিশ্বাস করবে না।

গোরা। রাজেন বললে, দিব্যি খাওয়ালে ভদ্দরলোকেরা ; চল, ত্রিলোচন বোধ হয় এতক্ষণ বাসরে গান ধরেছে, বাড়ির পেছনে দিব্যি নিরিবিলিতে—

গণ্শা। পু-প্পুকুরধারটিতে বসে—

গোরা। দিব্যি নিরিবিলিতে পুকুরধারটিতে বসে একটু—

রাজেন। আমি বললাম, থাক দরকার কি ? মেয়েছেলেরা রয়েছেন—

গোরা। আমি বললাম, মেয়েছেলেরা গান ধরলেই উঠে পড়ব, তাঁরা তো আমাদের বোনেরই তুল্য।

গণ্শা। মা-ম্মার পেটের বোন—

জগুদা। সব ধাপ্পাবাজি ! মার পেটের বোন ! কেউ গেল থানায় ? রঘু !

রঘু। এজ্ঞে, এই যে আছি মুই। আপনাদেরও যেমন হয়েছে কত্তা, ঐসব কথা পেত্তয় করেন। আয়েশ করে গান শোনবার কি নন্দন-কানন রে ! সব একেলে সৌখীন ডাকাত, দেখছেন না ?

রাজেন। আচ্ছা পুলিস ডাকবার আগে আমাদের কর্তাদের কাছে নিয়ে চলুন না একবার, তাঁরা তো ভুল করবেন না।

গোরা। না হয় বরের কাছে।

জগুদা। আচ্ছা, বরকর্তার কাছেই নিয়ে চল সবাইকে।

তুলসী। আমি না হয় ওদের নিয়েই আসব জগুদা? সরেজমিনে দেখেন সেই ভালো নয়?

জগুদা। তাই না হয় যা। (তুলসীর প্রস্থান) রঘু, হুঁসিয়ার থাকবি। তোর দা'খানা…

রঘু। আজ্ঞে, সে ঠিক ত।ক—শান দেওয়া, কালই মনসাতলায় বলিটা দিনু না?

(তুলসীর স্কন্ধে ভর দিয়া ভবতারণ ও শুভেন্দুর হাত ধরে
রাতকানা ন্যায়রত্নের প্রবেশ)

জগুদা। এই যে, বেয়াই-মশাই, দেখুন তো এরা কি আপনাদের বরযাত্রীর লোক?

ভবতারণ। কে বাবা, শন্দি-ভিরিঙ্গি থ্রিলোচনের বরযাত্র এশ্চো? এক শিলুম চড়াও তো বাবা।

তিনজনেই। জ্যাঠামশাই, আমরা গোরাচাঁদ, রাজেন, গণেশ—

ভবতারণ। গজানন, শিঃ, তুই শেক্কালে বাপের বিয়ে দেখতেলি? (প্রস্থান)

গোরা। হা ভগবান!

জগুদা। ন্যায়রত্ন মশাই এই ডাকাতরা বলছে তারা বরযাত্রী। আপনি চেনেন এদের।

গোরা। ন্যায়রত্ন মশাই, আমি গোরাচাঁদ।

ন্যায়রত্ন। গোরাচাঁদ? এস দাদা, আজকের দিনে আর কি আশীর্বাদ করব? শীঘ্র একটি বিবাহ হোক, কন্দর্পকান্তি হও—

শুভেন্দু। কন্দর্পকান্তি আশীর্বাদের আগেই হয়ে বসে আছে।

তুলসী। মানস-সরোবরে চান করে।

ন্যায়রত্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বইকি; তোমরা সুপুরুষ তো আছই; তা গোরা রে, এঁরা কি বলছেন, ডাকাতরা নাকি বলছে, তারা বরযাত্রী? কি অনাসৃষ্টি! চিনে দাও তো দাদা।

রাজেন। এরা বলছে—এরা বলছেন, বরযাত্রীরা ডাকাত।

ন্যায়রত্ন। অ্যাঁ ঠিক অর্থ গ্রহণ হচ্ছে না, ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত?

শুভেন্দু। সামলাও ন্যায়ের ধাক্কা এখন, তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল? ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত?

গণ্শা। ম-মশাই আমি পারলে সো-স্সোজা করেই বলতাম, কি-কিন্তু সত্যিই তোৎলা; দয়া করে একবার বর তি-ত্তিলুর কাছে নিয়ে চলুন, তারপর পু-প্পুলিসে দিয়ে দেবেন না হয়। উঃ শী-শ্শীতে কালিয়ে গেলাম!

(ঘোঁৎনার প্রবেশ)

ঘোঁৎনা। কি হয়েছে র‍্যা গণ্শা? এত গোলমাল কিসের? (ভিড় ঠেলে সামনে দাড়াল) অ্যা, তোদের একি দশা!

তিনজনেই। ঘোঁৎনা যে, কোথায় ছিলি! দেখ না, এ ভদ্দলোকেরা কোন মতেই—

ঘোঁৎনা। তোরা আমার বারণ না শুনে পুকুরের দিকে গান শুনতে গেলি—আমি ভাবলাম, দুত্তোর, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। খানিকটা দূরে গেছি, এদিকে একটা সোরগোল। তাড়াতাড়ি ফিরলাম। একে অজানা জায়গা, তায় রাত্তির, খানিকটা এদিক, খানিকটা ওদিক করে শেষে পথ ভুলে—

তুলসী। একটা পেঁপে গাছে উঠে পড়লাম! (এগিয়ে গিয়ে পেছনে র‍্যাপারে জড়ানো একটা শুকনো পেঁপের ডাটা বের করে তুলে ধরে) এই দেখুন দমবাজি।

জগুদা। দোসরা ধাপ্পাবাজ! লাগাও চাঁটি!

(সকলে ঘোঁৎনাকে চড় মারিতে উদ্যত—এমন সময়ে ত্রিলোচন প্রবেশ করলে)

ত্রিলোচন। সত্যিই যে তোরাই দেখছি! আমি বলি, বুঝি ডাকাতই পড়ল। তা জলে ঝাপ দেওয়ার কুবুদ্ধি হ'ল কেন? কে, গুপ্ত কোথায়? গোরা তোর দাড়িতে কি ঝুলছে, মুখ তোল তো!

(সকলেই বুঝল আসল ব্যাপারটা)

জগুদা। ওরে শুকনো কাপড় নিয়ে আয় তিনখানা।

শুভেন্দু। কাপড়, জামা, র‍্যাপার,—শীগগির।

তুলসী। চা করতে বলে দে, দেরি না হয়।

শুভেন্দু। আহা ভদ্দল্লোকের ছেলে, বাসর ঘর দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল তো—

তুলসী। স্পষ্ট করে বললেই হ'ত জগুদাকে।

জগুদা। ওরে, নিয়ে এলি কাপড়? দেরি কেন?

কিশোরী। বাসর ঘরে ওঁদের চারজনকে ডাকছেন, এগুলো সব পরে।

(চারজনকে চারখানা শাড়ী, ব্লাউজ দিল—সকলে হাসিয়া উঠিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবপুরের ষ্টীমার ঘাটের কক্ষ

(ঘোঁৎনা, গোরাচাঁদ, রাজেন, গণ্শা, কে, গুপ্ত উপস্থিত)

ঘোঁৎনা। গণৎকারের কাছে তো গেছলি গণ্শা ; কি বললে র‍্যা ?

গোরা। আম্মো তো সঙ্গে ছেলাম। বললে, বউ তো ওদিকে ডাগোর-ডোগোরটি হয়ে তোয়ের রয়েছে, কিন্তু গণ্শার আজন্মের একটা দোষ আছে, সেটা না খণ্ডালে তো বিয়ে হতে পারে না। তাতে কম করে সারতে গেলেও সওয়া পাঁচ টাকা লাগবে।

রাজেন। যা যাঃ, ওসব ধাপ্পাবাজি, বিশ্বাস করি না।

গণ্শা। তু-তু ই কি বলতে চাস বৌ এখনও হা-হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে ?

রাজেন। না, তোর বউয়ের কথা বলছি না, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সে তো ডাগরটি হবেই, বলছি এই গণৎকারদের কথা—তুই বিশ্বাস করিস ?

ঘোঁৎনা। বিশ্বাস না করে কি করবে ? শানাপাড়ায় 'কায়েৎ মহারাজ' বলে এক সাধু এসেছেন। বলছেন নাকি এতদিন আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন, হঠাৎ যোগনিদ্রায় স্বপ্ন দেখছেন তিনি আসলে চিত্রগুপ্তের নাতজামাই। মন বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে। শীগগিরই দেহত্যাগ করবেন। সেখানে গিয়ে চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে দেবেন বলে, যে-সব পুরোনো পাপী হাতে পায়ে ধরেছে তাদের নামধাম একটা খেরোর

খাতায় লিখে নিচ্ছেন ; পনর টাকা ফি—উকিল ব্যারিষ্টার, এটর্নির ভিড় লেগে গেছে। বল,—তারা ঠকবার লোক !

গোরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে আমিও কয়েক দিন গেছলাম—যা খেতে চাইবে মুঠো খুলে হাতে দিয়ে দিত। এখন শুনছি আর সময় পায় না। আর এখন গেলে কেমন যেন গা ছম ছম করে লোকটাকে দেখে। ওর দাদাশ্বশুর যমের পাশেই বসে খাতা লেখে কিনা !

রাজেন। সত্যিই যদি আর জন্মের কোন দোষে বিয়ে হচ্ছে না, তো কাটাবার কি আর উপায় নেই ? তীর্থ-টির্থ করা, গঙ্গাস্নান করা···

কে, গুপ্ত। গঙ্গাস্নানের তো একটা মস্তবড় যোগও আসছে—দশহরা···

ঘোঁৎনা। ঠিক হয়েছে রে ! সেদিনকার গঙ্গার ঘাটের মেলার জন্যে বাজে-শিবপুর থেকেও এবার ভলান্টিয়ার দল গড়ছে। চল না, গঙ্গাস্নানও হবে. লোকসেবাও হবে ;

গোরা। আর ওদের বেশ খ্যাটের বন্দোবস্তও আছে, শিবপুরের দলের সঙ্গে ওরা টেক্কা দিচ্ছে কিনা···

রাজেন। তাহ'লে দেখ না গণ্শা, ন্যায়রত্ন মশাই বলছিল—এর পরেই উপরো-উপরি তিনটে ভাল লগ্ন রয়েছে, যদি সত্যিই কেটে যায় দোষটা—

গণ্শা। নে-ন্নেবে ভলণ্টিয়ার ? যাই তো কিন্তু সবাই যাব।

ঘোঁৎনা। লুফে নেবে গণেশের দল শুনলে। শিবপুরের দলের এরাই তো কতবার বলেছে আমায়—ঘোতন, তোমাদের সবাই এস না ; একটা সৎ কাজ।—তখন গা করিনি। চল, দেখা যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গার ঘাট। দশহরা স্নানের মেলা।

(ত্রিলোচন, কে, গুপ্ত ও গোরাচাঁদ উপস্থিত)

গোরা। শিবপুরের এরা বেশ কপাল করে নেমেছে, টপাটপ কেমন পেয়ে যাচ্ছে এ্যাকসিডেণ্ট! আর আমাদের পোড়া অদিষ্টে…

ত্রিলো। গণ্শাটার জন্যেই কষ্ট হচ্ছে। নিজে না পাক, যদি আমরাও একটা হাতে তুলে দিতে পারতাম, তবুও ষোল আনা না-হোক কতকটা পুণ্যি হ'ল মনে করে বুক বাঁধতে পারত। এ যেন দেখছি একেবারে মুষড়ে পড়েচে বেচারা।

গোরা। তিলে, দেখেছিস?

ত্রিলো। কি র‍্যা?

গোরা। ওই যে মেয়েটা…

ত্রিলো। হুঁ, তা কি?

গোরা। ইডিয়ট!—দেখতে পাচ্ছিস না?—নিশ্চয় কোন এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, না হ'লে ওরকম ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চারিদিকে চাইবে কেন?

ত্রিলো। তাহ'লে নিয়ে আসব গণ্শাদের ডেকে?

গোরা। হ্যাঁ, এমন না হ'লে আর বুদ্ধি! আমরা ডাকতে যাই আর সেই তালে শিবপুর এসে কেল্লা ফতে করে নিক। ওকে হাত করে গণ্শার কাছে নিয়ে যাওয়া যাক! (গোরাচাঁদ খুকীকে আনলে) কি হয়েছে তোমার, খুকী?

কে, গুপ্ত। বল, কি হয়েছে তোমার, কিচ্ছু ভয় নেই।

ত্রিলো। ভয় কি? আমরা ভলন্টিয়ার, এই দেখ।

গোরা। তুমি কার সঙ্গে এসেছিলে বল তো খুকুমনি?

ত্রিলো। মার সঙ্গে ?…বাবার সঙ্গে ?…ঠাকুরমার সঙ্গে ?

মেয়েটি। না, দিদিমার সঙ্গে।

সামন্ত (একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল) কি হয়েছে মেয়েটির—হ্যাঁ গা বাবুরা ?

গোরা। ওর দিদিমার সঙ্গে এসেছিল, সে ডুবে গেছে। তুমি কেঁদ না খুকু। আমরা তোমায় তোমার মার কাছে রেখে আসব।

কে, গুপ্ত। আর দিদিমা তো বুড়োও হয়ে গিয়েছিল খুকুমণি…

সামন্ত। সেকথা কইলে কি ছেলেমানুষে শোনে বাবু ?—তা ছাড়া দিদিমা আর কার লবযুবতী হয়ে থাকে বলুন না ?

মেয়েটি। ও দিদিমা গো ? দিদিমার কাছে যাব…দিদিমার কাছে যাব…(ক্রন্দন)

কালু। কি হয়েছে মশাই ?

ত্রিলো। আপনারা যে যার কাজে যান না মশাই। বাজেশিবপুর সেবক-সংঘের হাতে পড়েছে, ওর আর কোন ভয় নেই।·· কোনখানে তোমার দিদিমা ডুবেছিল, খুকু ?

মেয়েটি। ওইখানটায়, ওগো দিদিমা গো !

সামন্ত। ওখানে তো জল বেশি নয়, তবে…

কালু। কাল পূর্ণ হ'লে, বলে গোষ্পদেই ডুবে মরে, ওখানে তবুও তো এক কোমর জল রয়েছে…

ত্রিলো। মিরগি ছিল সে বুড়ীর, না হ'লে কখনও কি আর অতটুকু জলে ডোবে ?

কালু। তা হলে জাল ফেলে জায়গাটা একবার ছেঁকে ফেলা দরকার ; পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে ?

ত্রিলো। পুলিসে জাল ফেলার কি জানে মশাই, জালফেলা কাকে বলে যদি দেখতে চান তো একটু দাঁড়ান। (কে, গুপ্তের প্রতি) যান তো,

গণ্শাকে ডেকে নিয়ে আসুন তো, আর তার আগে আমাদের ক্যাম্পে (ভিড়ের দিকে চেয়ে) বাজেশিবপুর সেবাসংঘ ক্যাম্পে বলে যান যে শীগগির একটা জালের বন্দোবস্ত করে পাঠিয়ে দিক।

সামন্ত। তবেই হয়েছে! ওনাদের গণেশঠাকুর আর জাল আসতে আসতে বুড়ী ত্যাতক্ষণ উলুবেড়েয় ঠেলে উঠবে। আর তানারে ক্লেশ দেওয়া কেন বাপু? তিনি তো মা-গঙ্গার কিরপেয় দিব্যি গিয়েছে, এখন মেয়েটারে ঘরে লিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন, বেজায় কাঁদতেছে।

ত্রিলো। তবে গণ্শাকেই শীগগির ডেকে আনুন।···আর মিরগি রুগী, বাঁচিয়েই বা কি হবে? আজ বাঁচাও, কাল আবার জল ঘুলিয়ে মরবে, মেহনৎই সার···চুপ কর খুকু তুমি, এক্ষুণি তোমার মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

গোরা। হ্যাঁ, মাঝে পড়ে সে বেচারীর বুড়ো বয়সে দু'বার মরবার কষ্ট, একে তো একবার মরতেই লোকের কণ্ঠাগত প্রাণ।

(গণ্শা, রাজেন ও ঘোৎনার প্রবেশ)

গণ্শা। এখানে কি র‍্যা গোরে?

ত্রিলোচন, গোরাচাঁদ একসঙ্গে। একটা পেয়েছি গণ্শা!

গোরা। তোকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।

রাজেন। কাদের মেয়ে?

গোরা। ওর দিদিমার। মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে।

গণ্শা। ডু-ড্ড্বে মরেছে! কোনখানে?

কালু। ওই ওখানে বলছে খুকী। একটা জাল নিয়ে আসুন না মশাই। ভারি আমার ভলন্টিয়ার সব!

গণ্শা। একমুঠো তি-তিল ছুঁড়লে এখন একটাও জলে পড়বে না এমন ভিড়, জাল ফেলবেন কোথায় মশাই? আর সে কি ততক্ষণ জা-জ্জালের

ভরসায় বসে থাকবে ? চল ধোঁৎনা—আর তোরা তিন জন মেয়েটাকে আগলা।　　　　(গণ্‌শা ও ধোঁৎনার প্রস্থান)

গণ্‌শা দূর নেপথ্যে। এইখানে ত্রিলে ?

ত্রিলো। ইয়েস, দেয়ার !

রাজেন। আমি একটু এগিয়ে দেখি, ত্রিলু আর গোরা আগলা।

(একটু অগ্রসর হতেই একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা।
মাথার চুল ছাঁটা, হাতে একটা কমণ্ডলু, নেয়ে
উঠে আসছে)

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক। ওখানে ভিড় কিসের বাছা ? একটি মেয়ে বসেছিল—কিছু হয় নি তো তার ?

রাজেন। আজ্ঞে সে তো বেশ আছে—আমাদের সেবাসংঘের হেফাজতে ; তার দিদিমা মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে। শুনে পর্য্যন্ত আমাদের মনটা···

স্ত্রীলোক। কে ডুবে মরেছে, বলি কে মরেছে ? খেন্তীর দিদিমা ? তাই বুঝি বলিয়েছিস তাকে দিয়ে ? ভলন্টিয়ার সব, না ?—উবগার হচ্ছে ? খেন্তীর দিদিমা যদি মরে থাকে, অমর্ত বামনীর মরা যদি এতই সহজ তো আমি কে র‍্যা ড্যাকরা ? এই কে তোর মুণ্ডুপাত করছে ? ঠিক ধরেছি—এ-ই সদ্দার ! বল মেয়েটাকে কোথায় রেখেছিস ?

(বাবরি খামচে ধরলে)

রাজেন। গণ্‌শা ! গণ্‌শা ! ওরে গেলুম ! মেরে ফেললে !

(মেয়েটিকে ছেড়ে ত্রিলোচন ও গোরাচাঁদের পলায়ন। মেয়েটি
ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ভিড়ের
আড়ালে পড়ায় স্ত্রীলোকটি দেখতে পাবে না।)

গণ্‌শা নেপথ্যে। এক থাবলা পাঁক তুলে মাথায় দে রাজেন।

স্ত্রীলোক। বটে পাঁক দিয়ে আমার মাথা ঠাণ্ডা করবে—নাতনী চুরী করে ? মাথা গরমের এখন দেখেছ কি ?—তুই আয় না র‍্যা অলপ্পেয়ে, তুই আয়না উঠে, দেখি কত পাঁক বইতে পারিস। না হয় এই আমিই আসছি।

সামন্ত। সে কথা নয় মাঠাকৃরুণ, পাঁক পিছল কি না, তাই পরামর্শ দিচ্ছে উনি নিজের মাথায় দিতে।

স্ত্রীলোক। (উগ্রভাবে চেয়ে) ও! উকিল এয়েছে মানে বোঝাতে। তা তুই আয়।

(রাজেনের বাবড়ি ধরেই এক পা তেড়ে যেতে সামন্ত পালাল, রাজেনকে টানতে টানতে স্ত্রীলোকটিও বেরিয়ে গেল)

মেয়েটি। ও দিদিমা গো! (সেও ছুটে ঐদিকে বেরিয়ে গেল)

ত্রিলোচন দূর নেপথ্যে। ডেড উয়োম্যান গট ?

গণ্শা নেপথ্যে, দৃশ্যের অন্যদিক থেকে। নট ডেড, ডা-ড্ডাইং রাজেন ;—রাজেনকে মেরে ফেলেছে, চুলের মুঠি ধরে ; তো-ত্তোরা সেইখানে চলে যা মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে, নো মিরগি। ম্যান ট্রেডমার্ক উয়োম্যান। এক্কেবারে বেটাছেলে মার্কা।...

তৃতীয় দৃশ্য

শিবপুরের ষ্টীমার ঘাটের কক্ষ

(গণ্শা ও বন্ধুবর্গ)

রাজেন। তোর মামা তোকে শুকিয়ে মারবার ফন্দি করেছে গণ্শা, শুনিস নি।

ত্রিলো। আমার মাস-শাশুড়ীর বাড়ি হালিশহর। মাস-শাশুড়ীর মেজ ননদের বিয়ে হয়েছে বঁড়শে-বেহালায়। মেজ-ননদের বড় জায়ের বাপের বাড়ি

জোড়াসাঁকোয়, সেই বড় জায়ের সেজ ভাই চাকরি করে ই-বি-আর-এর গোয়ালন্দ-ফরিদপুর লাইনে…

গণ্শা। তুই শুধু গো—গ্গোলোক ধাঁধায় ঘোরাবি, না কোথাও আটকাবি তিলে ?

রাজেন। যাকে নিয়ে বিষয় সে কোথায় বল না, এক কথায় লেঠা চুকে যাক।

গোরা। আমার শ্বশুরবাড়ি দিব্যি বাবা, অত ফিকড়ির বালাই নেই…তিলে যেন হিষ্ট্রীর শিশুনাগ ডাইনেষ্টি আউড়ে গেল।

ত্রিলো। বাঃ, বউয়ের কত আপনার লোক মেয়েটি, বুঝিয়ে না বললে চলবে কেন ?…সেই সেজ ভাইয়ের ন-মেয়ে—কত সম্বন্ধ এল, কোন মতেই গাঁথছে না। নয় গণে মিলছে না, নয় গোত্রে মিলছে না, নয় মেলে আটকাচ্ছে।

রাজেন। বড় ভাবনার কথা তো,—মেল হচ্ছে না বলে মেয়ের বয়স তো কমবে না। কত বয়েস হল রে তিলে ?

ঘোঁৎনা। অনেকটা গণ্শার মত ব্যাপার।…তোর কুমোরটুলির সম্বন্ধটা গণে মিললো না বলে ভেঙ্গে গেল, না রে গণ্শা ?

গোরা। গণ না ওর মামার থাঁই! এক রাক্ষস গণের মামা জুটেই তো ও বেচারির মাথাটা খেলে!

রাজেন। দাঁড়া, হয়েছে ;—এর মধ্যে একটা গূঢ় ব্যাপার রয়েছে!…সেই তোর বউয়ের কে হয়, সে মেয়েটির গোত্র, মেল—এসব জানিস তিলে ?

ত্রিলো। ভরদ্বাজ গোত্র ; ফুলের মেল কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, চারপুরুষের ভঙ্গ ; মেয়ের শূদ্রবর্ণ, নরগণ, বৃষরাশি…

রাজেন। তোর গুনো বলতো গণ্শা একবার।

গণ্শা। কাব্যি ছেড়ে ঘটকালি সুরু করলি নাকি ?

ত্রিলো। গণ্শার কুষ্টির খবরও আমার কাছে শোন্ না,—ওর তো কাশ্যপ গোত্র, বিপ্রবর্ণ, দেবগণ···

রাজেন। এই তো হয়েছে। ও মেয়ের বিয়ে অন্য যায়গায় কোথা থেকে হবে? ও তো অব্যর্থ গণ্শার মেয়ে—মানে, ইয়ে—গণ্শার কনে। রাজ-যোটক মিল হয়ে যাচ্ছে, না বিশ্বাস হয়—হীরু ঘটকের কাছে চল—কিম্বা ন্যায়রত্ন মশাইয়ের কাছে। বিশ্বাস হোল না? ওর ওদিকে বে'র সম্বন্ধ করতে থাক, গণ্শার এদিকে করতে থাক, দু-জনেরই চুলদাড়ি না পেকে যায় তো···

গণ্শা। তারও দা-ঘাড়ি পাকবার যদি ভয় থাকে তো আমার রাজযোটকে কাজ নেই!

রাজেন। কি বললাম আর কি বুঝলি, যাঃ!

ত্রিলো। তাই যদি হয়—গণ্শাই যদি তার একমাত্র স্বামী হয়···বলছিলাম তুই-ই যদি ওর জন্ম-জন্মান্তরের পতি-দেবতা হ'স তো এ একটা সমিস্তে নয়?—

রাজেন। সমিস্তে নয় আবার? ধর—এই ধর তোমার গিয়ে,—একটি জায়গায় যদি একটি লতা থাকে আর অনেক দূরে তার সেই অচিন্ প্রিয় গাছটি দাঁড়িয়ে থাকে তো কি হবে?

কে, গুপ্ত। কি হবে?

রাজেন। শুকিয়ে যাবে না লতাটা মশাই?—হাঁ করে রয়েছেন উজবুকের মতন!

কে, গুপ্ত। ও!

গোরা। তা তো যাবেই। তাহলে উপায় কি এখন গণেশের এই পাত্রীটি নিয়ে?

রাজেন। উপায় মিলন, আর কি?

ঘোঁৎনা। ঠিকই তো, মিলনই তো এখন ঘটাতে হবে।

গোরা। কিন্তু কি করে ?

ঘোঁৎনা। কি করে ?···আরে কি করে সে তো পরের কথা, আগে মেয়ে দেখাই হোক, কুষ্ঠির মিলটা খতিয়ে দেখা যাক, গণ্শার পছন্দ হোক।

রাজেন। একবার চার চক্ষুর মিলনটা তো হয়ে যাক, বাকি আর সব তো পরের কথা ; ধর যদি কোন নদীর এক নিরালা তীরে—

গোরা। চল উঠি এবার, অনেক রাত হ'ল।

চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিলোচনের বাড়ির বারান্দা

(বন্ধুবর্গ)

ত্রিলো। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ; একটা মস্ত বড় সুবিধে হয়ে গেল। আজ সকাল থেকে জোড়াসাঁকোতেই ছিলাম কিনা ;—সেখান থেকেই আসছি।

সকলে। কি রকম ?

ত্রিলো। যখন থেকে শুনলাম রাজযোটক, তখন থেকে কি আর আমার মনে শান্তি আছে ? সমস্ত রাত ঘুম হয় নি, সকাল বেলা উঠেই জোড়া-সাঁকোয় বেরিয়ে গেলাম। গিয়ে যা শুনলাম, তাতে চক্ষু চড়কগাছ !

রাজেন। মানে ?

ত্রিলো। মানে বিয়ের প্রায় সব ঠিক হয়ে গেছে, চুঁচড়োয় ; শীগগির এক দিন পাকা দেখা। ওপরে ওপরে যেমন খুশি হয়েছি দেখাতে হ'ল, ভেতরে

ভেতরে তেমনি গেলাম দমে। সমস্ত দিন ভেবে ভেবে অনেক কষ্টে একটি মতলব খাড়া করেছি।

রাজেন, ঘোঁৎনা। কি ?

ত্রিলো। (একটি পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া রাজেনের হাতে দিয়া) এই। একটু চেঁচিয়ে পড়, সবাই শুনুক !

রাজেন। নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—অত্র পত্রে নিবেদন এই যে, পণ্ডিত মহাশয়ের পরামর্শ অনুযায়ী আগামী রবিবার, সন্ধ্যা সাতটা-একান্ন মিনিট হইতে রাত্রি নয়টা-দুই মিনিট পর্য্যন্ত পাকা-দেখা ও আশীর্বাদের দিন ধার্য হওয়ায় আমরা জন পাঁচ ছয় উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় মোকাম কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া উক্ত শুভকার্য সম্পন্ন করিবার মানস করিয়াছি। যদি মহাশয়ের কোনরূপ আপত্তি থাকে তো পূর্বাহ্নেই জানাইয়া বাধিত করিবেন। অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় কথা সাক্ষাতেই হইবে। আশা করি বাটীর সর্বাঙ্গীন কুশল। নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনয়াবনত—
শ্রীঅখিলচন্দ্র দেবশর্মণঃ

পুনশ্চ :—

দাদা কার্যব্যপদেশে স্থানান্তরে যাওয়ায় এবং বিনোদবাবু অসুস্থ হইয়া পড়ায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আমার অবস্থা দেখিয়াই গেছেন, বাতে শয্যাধরা। কিন্তু সেজন্য কোন চিন্তা নাই ; দাদার ভায়রাভাই অর্থাৎ পাত্রের মেসোমহাশয় কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া যাইবেন, যেহেতু সামনের শুভদিনটা ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি না। ইতি।

ত্রিলো। একজন গিয়ে এই চিঠিটা চুঁচড়োয় পোষ্ট করে দেওয়া। গোরাচাঁদ যাবে'খন।

ঘোঁৎনা। গেল গোরে, তারপর ?

ত্রিলো। কাল বিকাল কি পরশু সকাল পর্যন্ত জোড়াসাঁকোয় চিঠি এসে পৌছুক, তরশু রোববার সন্ধ্যে পর্যন্ত আমরা সদলবলে মোটর থেকে নামি,—চুঁচড়ো থেকে পাকা দেখতে এসেছি। অখিলচন্দ্রের দাদা, মানে ছেলের বাপ, তাকে, তার বন্ধু বিনোদবাবুকে সরিয়ে দিলাম, তারা দুজনেই প্রথম বার দেখতে এসেছিল—চেনা লোক। আর ছেলের কাকা অখিলবাবুও এদের দেখা, খবর পেলাম বেতো রুগী ; সে ব্যাটাকে বিছানা থেকে আর উঠতে দিলাম না। মনে ধরল তো কথাটা ? দেখ ভাই ভেবেচিন্তে, কোন খুৎখাৎ আছে কিনা ; ত্রিলোচনের বুদ্ধিটা আবার একটু মোটা কিনা…পেলে না তো কিছু ? এই মোটাবুদ্ধি ত্রিলোচনের কাছেই শোন তবে ; ফাঁকতালে পাকা দেখার থ্যাট না হয় মেরে এলে, কিন্তু বিয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধ করবে কি করে ? তাদের একেবারে না সরাতে পারলে তো গণ্শার চান্স নেই ? হ'ল না তো ? (সকলে চাহিয়া রহিল) হুঃ, অমনি 'ভাংচি' কথাটা কি করতে রয়েছে ? এসা ভাংচি ঠিক করে রেখেছি যে বরপক্ষ আর এ বাড়ির ছাওয়া মাড়াবে না। এমনি আর একখানি ছোট্ট পোষ্টকার্ডের ওয়াস্তা।…তারপর ঐ মোকায় গণ্শার সম্বন্ধ নিয়ে হাজির হওয়া ; অবশ্য যদি ওর মেয়ে পছন্দ হয়।…হুঃ, কতকগুলো জিনিষের কিন্তু সবচেয়ে আগে দরকার—কতকগুলো পরচুলো, গোঁফ, দাড়ি, বাবরি…

ঘোঁৎনা। পাকা দেখে ওদের আবার থিয়েটার দেখিয়ে আসতে হবে নাকি ?

ত্রিলো। থিয়েটার ! খুব বুঝেছিস তাহলে, হুঁঃ—ধর যদি ভগবান করেন ও

গণেশেরই কনে হয়, একটা যোগাযোগ হবেই তো ভগবানের ইচ্ছেয় ? তখন, যখন টের পেয়ে যাবে এরাই ফাঁকি দিয়ে একবার পাকা দেখার খাওয়া খেয়ে গিয়েছিল !···বল—দরকার নেই পরচুলোর ? বরং একটা মেয়েদের চুলও দরকার। একজন ছেলের পিসি কি মাসি সেজে গেলে আরও ভালো।

কে, গুপ্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি গণেশবাবুর মামা রাজী না হয় ? যদি বলে—আগে ও চাকরিতে ঢুকুক ?

গণ্শা। কি-কিরকম লোক মশাই আপনি ? ভ-ভ্‌ভগবানে বিশ্বাস নেই ? শুনছেন তিলু-বেচারি ভগবানের ইচ্ছে কথা বলছে···

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

(বাউলের গান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

জোড়াসাঁকোয় গৃহস্থের সদর বাড়ি

(জোড়াসাঁকোতে গৃহকর্তা ও ত্রিলোচন—পাকা দেখার লোক সব আসিয়া গেল, মোটর আসিয়া দাঁড়ানোর শব্দ। পরিচয় মতো সকলেই ছদ্মবেশে। ত্রিলোচন কন্যাপক্ষ হয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করচে)

ত্রিলো। এসে গেছেন ওরা, আসুন আসুন, আজ্ঞে হোক, পথে কোন ক্লেশ হয় নি তো।

গোরা। আজ্ঞে না···এই তো ছটাক খানেক পথ চুঁচড়ো থেকে, ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়···

গৃহকর্তা। (ত্রিলোচনের প্রতি) আগে একে তুমি বাড়ির ভেতর নিয়ে যাও। যাও তো মা লক্ষ্মী।

রাজেন। (বরের পিসি বেশে) বাইরেই থাকি না আমি না-হয় সবার সঙ্গে।

গৃহকর্তা। না, না, বাইরে থাকবেন কেন ? সে কি হয় ?

কে, গুপ্ত। ভেতরটা বড্ড গুমোট হবে মনে হচ্ছে যেন।

গোরা। না, সেজপিসি ; বাইরে থাকবে কোন্ দুঃখে ? গরম ?—সে তো একটি গ্লাস ঘোলের সরবতের মামলা। আর বাইরে আমরাই কি দার্জিলিঙে রইলাম, সেজ পিসীমা ?

ঘোৎনা। (বরের মেশোমশাইয়ের বেশে) তুমি হচ্ছ বরের ঘরের পিসী, এবার কনের ঘরের মাসী হয়ে ঢোকো, এ তো তোমার নিজেরই ঘর গো। (গৃহকর্তার প্রতি) আমার সঙ্গে সম্বন্ধটাও বড় মিষ্টি, না বলে থাকতে পারলাম না।

গৃহকর্তা। তাহ'লে আপনি—?

ঘোঁৎনা। ছেলের মেশোমশাই।

গৃহকর্তা। বাঃ পরম সৌভাগ্য আমাদের। ছেলের মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ দুই-ই উপস্থিত; ঐখানেই তো আর একটা বিবাহের জোগাড় রয়েছে। (সকলের হাসি) আর এঁয়ারা।

ঘোঁৎনা। (বরের দাদামশাইয়ের বেশে গণ্‌শাকে দেখিয়ে) ইনি ছেলের সম্পর্কে দাদামশাই হন। (গোরাকে দেখিয়ে) ইনি ছেলের বন্ধু। (পুরুত বেশে কে, গুপ্তকে দেখিয়ে) আর ওঁর পরিচয়ের তো সাইন বোর্ডই রয়েছে গায়ে মাথায় টাঙান।

গৃহকর্তা। (গণ্‌শার প্রতি) বাঃ, পরম সৌভাগ্য, আপনি পর্যন্ত যে কষ্ট করে।

গোরা। একটু বড় করে বলতে হবে, দাদামশাই আবার কানে বেশ একটু খাটো।

গৃহকর্তা। (জোরে) বলছিলাম, আপনি পর্যন্ত আসবেন এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। কর্তা নিজে আসতে পারলেন না বলে একটা দুঃখ ছিল, তা···

ঘোঁৎনা। কানে পৌছয়নি। শুধু ওঁর স্ত্রীর কথা শুনতে পান, তাও যখন খুব বেশি গালমন্দ দিয়ে বলেন।

গোরা। আমার ভাবনা হচ্ছে খালি সেজপিসীর জন্যে ;—তাঁকে ঘোলের সরবৎ দেওয়া হ'ল কিনা। তাঁর আবার টপ করে মাথা গরম হয়ে ওঠে কিনা···উফ্, কি গরমটাই পড়েছে।

গৃহকর্তা। সত্যিই তো, বাইরে সরবৎ এল না তো বাবাজী এখনও। ভুলেই গেছলাম গল্প-গুজবে, দেখ! আমি তোমার উপরেই সব ছেড়ে নিশ্চিন্দি আছি, বাবাজী।

ত্রিলো। আজ্ঞে, এই যাই। (ত্রিলোচনের প্রস্থান)

গৃহকর্তা। চৌকস্ ছোকরা, শিবপুরে বাড়ি। একাই সব সামলাচ্ছে সকাল থেকে!

ঘোৎনা। আমাদের এই হাওড়া-শিবপুর তো? হতেই হবে; কি রকম সব বনেদী ঘরের জায়গা। জামাই করতে হয় তো শিবপুরে, আমি আমার শালীর মেয়ের জন্যে একটি ছেলে ঠিক করে রেখেছি, ভাবছি হাতছাড়া না হয়ে যায়।

গোরা। আপনি গোলক চাটুজ্যের ভাগনে গণেশচন্দ্রের কথা বলছেন, মেশোমশাই?...হীরের টুকরো—

ত্রিলো। নিন্, আপনারা গা তুলুন এবার একটু। মালাইকারিটা বাকি ছিল, নিয়ে তবে এলুম।

গৃহকর্তা। বেশ করেছ, অত দূর থেকে আসা, আবার ফিরে যেতে হবে।...তা হ'লে এবার উঠতে হবে একটু।

ঘাঁৎনা। (গণ্শার প্রতি) উঠুন, একটু মিষ্টিমুখ করার জন্যে এঁরা বড় পেড়াপেড়ি করছেন।

গৃহকর্তা। খুব অল্প কথা কন দেখছি।

ঘোঁৎনা। যেমন মিতভাষী, তেমনি মিতাহারী, তেমনি অমায়িক...

গোরা। জামাই যা হবে। (ত্রিলোচনের কনুয়ের গুতা খাইয়া থামিয়া গেল।)

ঘোঁৎনা। বর এ বিষয়ে ঠিক তার ঠাকুরদাদার মতই হবে। এ আপনি মিলিয়ে নেবেন। গোরাচাঁ...মানে, আমাদের অসীমকুমার বাবাজী কিছু ভুল বলেন নি।

(সকলের কক্ষান্তরে গমন। আহার্য সাজানো রয়েছে।)

কে, গুপ্ত। একটু জল প্রয়োজন যে; পদ-প্রক্ষালন করতে হবে।

গৃহকর্তা। তাই তো, পুরুত মানুষ, মনেই ছিল না কথাটা...আর আজকালকার যা সব পুরুত সাধারণত দেখা যায়...যাও, শীগগির এক ঘটি জল...

ঘোঁৎনা। এ যে এলাহি কাণ্ড করেছেন! এত খাওয়া যায় কখনও? না, খাবার আর আমাদের সে বয়স আছে?

গৃহকর্তা। অতি সামান্য বিদুরের আয়োজন। এঃ, এ যে মস্ত ভুল হয়েছে!—পুরুত ঠাকুর ঐ এক সাথে বসবেন?—না, ঐসব খাবেন? দেখছ সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক, এ কি তোমাদের কলকাতার হোটেল-মারা পুরুত? আলাদা ঠাঁই করে কিছু ফল আর একটু সন্দেশ এনে দাও। এই প্যাজ-রসুণের গন্ধের মধ্যে কি ওঁর খাওয়া হয়? তোমাদের যেমন সব ছেলেমান্‌সি!

(ত্রিলোচন তাই করলে—সকলে খেতে বসল—এক মিনিট সময় গেল। কে, গুপ্ত সন্দেশ ফল খেতে খেতে করুণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগল।)

গোরা। মেসোমশাই, আমাদের চুঁচড়োর কোর্মায় আর জোড়াসাঁকোর কোর্মার তফাৎটা দেখেছেন তো?—আপনাকে বলছিলাম না?

গৃহকর্তা। কোনটা ভালো আপনার মতে?

ঘোঁৎনা। যুগ উল্টে গেছে,—গোড়া থেকেই নিজেদের ছোট করে কন্যাপক্ষদের বড় করছ বাবাজী?—বেয়াই মশায়ের নুনের জোর আছে বলতে হবে।

গৃহকর্তা। হয় বৃষ্টি একটু বাঁচা যায়, যা গেছে সমস্ত দিন!...আপনাদের চুঁচড়োর দিকে...

ঘোঁৎনা। এক বিন্দু বৃষ্টি নেই।

গৃহকর্তা। সেকি! আমার বড় শালা আজ সকালে গেছ্‌ল, ভিজে চুপসে এসেছে যে!

(এই বেফাঁস কথায় গণ্শার বিষম লেগে গেল)

গোরা। ঠাকুর-দা, বিষম লেগেছে,—আরও গোটাকতক রসগোল্লা নামিয়ে দিন না গলা দিয়ে; জিনিষটা চমৎকার হয়েছে, কষ্ট হবে না।

(নেপথ্যে) আপনাদের ডাকছেন বাড়িতে একবার, শীগ্‌গির আসুন।

গৃহকর্তা। তাহ'লে এঁরা ?···

ঘোঁৎনা। আপনি যান, আমাদের জন্য চিন্তা নেই।

গোরা। আমরা ত আর পর নয়। (ফিস্‌ফিস করিয়া) ধরে ফেললে না তো রাজেন কে ? (গৃহকর্তা ও ত্রিলোচনের প্রস্থান)

ঘোঁৎনা। এই জন্যেই বারণ করেছিলাম—ওর আবার একটা পিসীমা না ঢুকিয়ে চলল না। এখন নাও পিসীমা !

গণ্শা। রাজেন ধরা পড়লে তো এতক্ষণ মা-ম্মার আর কান্নার শব্দ আসত··· ক-ক্কনের ফিট হয়ে যায় নি তো ?

ঘোঁৎনা। তোকে দেখবার আগেই ?

(ত্রিলোচনের প্রবেশ)

(সকলে একসঙ্গে) এই যে তিলে এসেছে, কি ব্যাপার র‍্যা ?

ত্রিলো। রাজেন সটকেছে ! তোরা সব উঠলি কেন ? ওরা চুঁচড়োয় বৃষ্টির কথা নিয়ে সন্দেহ করছিল, বললাম, পিসী একটু পাগলাটে পাগলাটে ছিলই যেন, একটু খুঁজুন ভাল করে আগে।···ওরা পাগলাটে মেয়েকে সামলে রাখতে পারে নি বলে যেন ফাঁপরে পড়েছে—আমায় বললে, 'আমরা ততক্ষণ খুঁজছি চারি দিকে, তুমি বাবাজী ভদ্রলোকদের দেখ তো একটু।' গোরা, তোর গোঁফ ? গোঁফ কোথায় গেল ?

(চার জনেই) সত্যি ! তোর বাটারফ্লাই গোঁফ কোথায় রে ?···সারলে দফা !

গোরা। (মুখে হাত বুলিয়ে) তাই তো, গোঁফ !

(সকলে) খোঁজ—খোঁজ···

গোরা। হয়েছে রে, ধরেছি !

কে, গুপ্ত। কই ?

গোরা। পেটের মধ্যে চলে গেছে, তাই তো বলি—পেটটা গুলিয়ে গুলিয়ে ওঠে কেন ? তখন তাড়াতাড়ি ল্যাংড়া আমটায় কামড় দিতেই মনে হ'ল

শাঁশের সঙ্গে খানিকটা আঁশও যেন গলা দিয়ে নেবে গেল ;—তাই ভাবছিলাম, অমন দ্বারভাঙ্গার ল্যাংড়া !

(সকলে) তাহ'লে ?

(নেপথ্যে ছোট মেয়ের গলা) জামাইবাবু, শীগ্‌গির আসুন, বরের পিসীর খোঁপা পাওয়া গেছে, বাকি পিসীটা বাথরুমের ভাঙা জানলা দিয়ে···

ত্রিলো। বাথরুমের একটা গরাদ ভাঙা ছিল, নির্ঘাত গলে পালাতে গিয়ে চুলটা খুলে আটকে গেছে ! মজালে। (সবাই এক সঙ্গে অনিশ্চিত ভাবে প্রশ্ন করলে) এখন—?

গৃহকর্তা। (নেপথ্যে) ওঁদের একটু দেখো বাবাজী ; যেন কোন কষ্ট না হয় ; রসগোল্লা নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এলাম বলে।

গণ্শা। (চুল দাঁড়ি খুলিয়া) তো-তোদেরও সব খুলে দে—চটপট—চে-চ্চেহারা বদলে পালাতে হবে। (সকলের তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন)

গোরা। এমনি পালালে তিলেকে সন্দেহ করবে না ? তাকে আমাদের আগলাতে বসিয়ে রেখেছে···

ত্রিলো। সত্যি এ এক সমিস্তে তো !

গণ্শা। বলবি, আচমকা মে-ম্মেরে পালিয়ে গেল। (সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে একটা বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় বসিয়ে দলটাকে ঠেলে নিয়ে হুড়মুড় করে বের হয়ে গেল।)

ত্রিলো। উঃ, বাবাগো !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবপুরের ষ্টীমার ঘাটের কক্ষ

(ঘোঁৎনা, রাজেন, ত্রিলোচন, কে, গুপ্ত উপস্থিত, গোরাচাঁদ প্রবেশ করল)

ঘোঁৎনা ও রাজেন। কি হ'ল ?

ত্রিলো। হ'ল না রাজি ?

গোরা। বকিস্‌নি তিলে, আমার মেজাজ ভাল নেই। রাজি করা অত সহজ তো তুই নিজে গেলি নি কেন ? যা না, এখনও দাড়ি মুঠিয়ে বসে আছে।

ঘোঁৎনা। চটে উঠছিস্ কেন ? একটা কাজ নিজে ঘাড় পেতে নিলি তাই জিগ্যেস করছে লোকে···

গোরা। ঘাড় পেতে যেমন নিয়েছিলাম, চেষ্টা করতে কসুর করিনি। গোরাচাঁদ ভীতু নয়, অমন ঢের দাড়িওয়ালা মামা দেখেছে···থাক্ দিকিন ঝাড়া একঘণ্টা জেলখানার মত একটা ঘরে বসে—কথা নেই, বার্তা নেই, খালি মাঝে মাঝে চায়ে একটা চুমুক দেওয়া আর দাড়ি আঁচড়ান···

রাজেন। চুপ করে বসেছিলি ?—তোকে যেমন যেমন বলে দেওয়া হয়েছিল বলিস্ নি ?

গোরা। বলিস্ নি ? ওর যেমন উত্তর দেওয়ার কথা তা দিয়েছে ? দুটো কথাতেই বলবার পথ আটকে দিয়ে গ্যাট হয়ে বসে রইল !···ঘাঘি

লোক, ওকে ভাঁওতা দিয়ে বিয়েতে রাজি করাবেন—ছেলের হাতের মোয়া পেয়েছেন !·· এমন অবস্থা দাঁড় করালে, মনে হয় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—

রাজেন। তোকে পাঠানই বোকামি হয়েছিল, নেহাৎ ওপরপড়া হয়ে যেতে চাইলি···আমি হলে···

গোরা। লবাবি রাখ্ রাজেন···আচ্ছা বেশ, তোকে বেশি কিছু বলতে হবে না; তুই শুধু দু'টি কথার উত্তর দে,—'কোথায় শুনলে ?···কে করতে বলেছে ?' দে উত্তর, দেখি কত বড় মুরোদ !

ত্রিলো। সবটা ভেঙে বল, না, মাঝখান থেকে···

ঘোঁৎনা। বুঝেছি—ও যেই বলেছে—'শুনলাম নাকি গণ্শার বিয়ে হচ্ছে'—ওর মামা জিগ্যেস করেছে—'কোথায় শুনলে ?··তা তুই কেন একটা মনগড়া উত্তর দিয়ে দিলি না তাড়াতাড়ি ? যেমন ধর, 'রাজেন বলেছে'।···

রাজেন। আমার নাম করা কেন, মাইরি ?—গোরা ন্যায়রত্ন মশাইয়ের নাম করলেই পারত ; কালা মানুষ, তার কাছে কেউ ভজাতে যেত না।

ত্রিলো। আর দোষ দেওয়াও যায় না গোরার। বেজায় ধড়িবাজ আর রাশভারি লোক ; দেখছিস না অত চালাক গণ্শা—সেও এখনও মুখ দিয়ে একবার 'হ্যাঁ' বলাতে পারলে না

(গণেশের প্রবেশ)

কে, গুপ্ত। ঐ গণেশবাবু আসছেন !

রাজেন। কোথায় ছিলি চোপোর দিন, কতবার খোঁজ করলাম ··

গণ্শা। মামা চাকরি খুঁজতে পাট্টেছেলো।

ঘোঁৎনা। কি হ'ল ?

গণ্শা। ত্রি-টু-ওয়ান। গ-গণ্শনার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, চাকরি খুঁজুক !

ইডেন গার্ডেনের বার্মিজ প্যাগোডার নিচে নি-নিদ্রা দিয়ে ম্যাচ দেখে আসছি—ইষ্ট বেঙ্গল ক্যামারুন্‌স্‌···ত্রি-টু-ওয়ানে···

কে, গুপ্ত। ইষ্ট বেঙ্গল দিলে না খেলে ?

গণ্শা। দিলে মশাই।—পপ্পদ্মাপারের গোঁ!

গোরা। খেললে কেমন ?

গণ্শা। ভু-দ্দুটো এসা পেনালটি মিস করলে—ইচ্ছে হ'ল গিয়ে দিই আচ্ছা ক'রে চঁড়িয়ে।

রাজেন। কাজটা কি ভাল করলি গণ্শা ?—তোর মামাকে কি বলবি ?—যখন জিগ্যেস করবে কি হ'ল চাকরির···

গণ্শা। বলব কা-কাল ডেকেছে।

রাজেন। তারপর ?

গণ্শা। কাল ডেকেছে।

রাজেন। তারপর ?

গণ্শা। আবার কা-কাল ডেকেছে। ফুটবল সিজিনটা এই করে মামার ট্যাঁক হালকা করতে হবে,—আট গণ্ডা করে পয়সা দিচ্ছে ট্রাম-বাসের জন্যে। মা-ম্মামীকে বলেছিল—এত দিনে সুমতি হয়েছে গণ্শার, তবু বেরুচ্ছে চাকরির জন্যে।···মামীও সুমতি দেখে কালীঘাটের মানৎ করে পাঁচটা টাকা তুলে রেখেছে,—ফা-ফাইনালের দিন সেটা হাতাতে হবে; তোরাও সব যাবি দেখতে···

রাজেন। কাজের কথায় আয়। আজ এক মতলব এঁটেছিলাম গণ্শা, গোরেটা কাঁচিয়ে দিলে। সবাই ঠিক করলাম—তোর মামার কাছে এবার উল্টো চাল দিতে হবে—তুই বিয়ে করতে চাইছিস না বলে দিই ভড়কে বাপধনকে।

গণ্শা। তা কি বললে ?

গোরা। বললে—কে করতে বলেছে ?…ঐ কথার ঐ উত্তর হ'ল, তুই-ই বল না গণ্শা। হোক তোর মামা গুরুজন, কিন্তু…

রাজেন। তাই বলছিলাম—পয়সাগুলো বাজে খরচ না করে দেখই না একটা চাকরির চেষ্টা।

কে, গুপ্ত। গণেশবাবু যে রাজি হবেন না, নৈলে সেজকাকার মুখে শুনেছিলাম তাঁদের অফিসে একটা কাজ খালি আছে।

ঘোৎনা। রাজি হবে না মানে ? এ্যাদ্দিন ধরে দেখছেন ওকে, কবে গর্রাজির ভাবটা দেখলেন শুনি ?

ত্রিলো। কাদের বাড়ি কাজ করে আপনার সেজকাকা ?

রাজেন। কি চাকরি ? কতদিন হ'ল শুনেছেন মশাই ? বলতে হয় এতদিন,—দেখছেন…

কে, গুপ্ত। শুনেছি অনেক দিন হ'ল, ঘরজামায়ের চাকরি…

ঘোৎনা। ঘরজামায়ের চাকরি মানে ?—তার কাপড় কোচান, গাড়ুতে জল দেওয়া, তামাক সাজা—এই সব করতে হবে ?

ত্রিলো। লবাবটি কে ?—নামটা একবার জানতে পারি মশাই ?

কে, গুপ্ত। না—মানে—বলছিলাম চাকরিটা ভাল—সেজকাকার ছোট সাহেবের পার্সনাল ক্লার্ক না কি…তবে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে—

গণ্শা। ছো-চ্ছোট সায়েবের নাকি মশাই ?

কে, গুপ্ত। না, বড়বাবুর ; তারই হাতে চাকরি কিনা।…বলি নি, আপনি রাজি হবেন কিনা…

রাজেন। রাজি হতে কি হয়েছে ? যার অমন মামা তার গৃহ আর অরণ্যে তফাৎটা কি মশাই ?…কতদিন হ'ল বলেছিল সেজকাকা ?…আপনি একটি আস্ত…

ঘোঁৎনা। ওকে বকছিস কেন? আগে গণ্শা বলুক ও রাজি কিনা। সামান্য একটা চাকরির লোভে ঘরজামাই হয়ে থাকা…

ত্রিলো। ঘরজামাই হওয়া এত খারাপ কিসে আমার বুদ্ধিতে তো আসছে না। মামার বাড়িতে 'গণ্শা', সেখানে 'জামাইবাবু'; মামার বাড়িতে কথায় কথায় 'চাকরি করগে যা'; সেখানে শ্বশুর বড়বাবু, সারাটি মাস গা এলিয়ে পড়ে থাক, মাস পোয়ালে পয়লা তারিখে হকের মাইনে আপ্‌সে এসে হাজির,—মামার বাড়িতে…

রাজেন। ঠিকই বলছে তিলে। বৌয়ের দিক থেকেও দেখ,—এখানে বাড়ির বৌ—খেটে খেটে হয়রাণ—সমস্ত দিনে দেখাটি হবার যো নেই; সেখানে বাড়ির আদুরে মেয়ে—কাজ নেই, কর্ম নেই, সমস্ত দিন মুখোমুখি হয়ে গল্প চালাও…যান, সে কাজটা সম্বন্ধে যতটা পারেন খবর নিয়ে আসবেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোলোক চাটুজ্যের বৈঠকখানা

(গোলোক চাটুজ্যে বসে কাগজ পড়ছেন, ভুবন মুখুজ্যের প্রবেশ)

ভুবন। দাদা বোধ হয় চিনতে পাচ্ছেন না?

গোলোক। কে?

ভুবন। পারবেন না চিনতে, অনেক দিন হ'ল কিনা। আমি ভুবন, পাশের ওই মল্লিকদের বাড়িতে বহু দিন ছিলাম এর আগে। পারলেন চিনতে এবার?

গোলোক। পেরেছি। চেনা চেনা ঠেকছিলই, তবে একটু ধোঁকা লাগছিল। তা বেশ, অনেক দিন পরে দেখা হ'ল, আজকাল আছ কোথায় ?

ভুবন। আছি এইখানেই চাটুজ্যেহাটের ওদিকে ছটাকখানেক জমি কেনা ছিল, একটা কুঁড়ে তুলে কোন রকমে দিন গুজরান করছি। এদিক-পানে একটু বরাৎ ছিল, ভাবলাম দাদার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

গোলোক। বেশ করেছ···চা করতে বলি একটু ?

ভুবন। তা বলতে হবে বৈকি। চা দু' বেলা তো এই বাড়িতেই বরাদ্দ ছিল।

গোলোক। ওরে আর এক পেয়ালা চা দিয়ে যা।

ভুবন। তারপর বাড়ির কি খবর বলুন দাদা—ছেলেপুলেরা—

গোলোক। ছেলেপুলের মধ্যে তো দুটি মেয়ে ; একটির বিয়ে দিয়েছি বছর চারেক হ'ল, একটিকে এখনও বছর তিনেক রাখা যাবে। ছেলের মধ্যে একটি অপোগণ্ড ভাগনে—

ভুবন। হ্যাঁ, ভাগনের কথায় মনে পড়ে গেল,—কাল সকালেই—পাঁচটি ছেলে—ভদ্দর-ঘরের ছেলে বলেই মনে হ'ল—হঠাৎ খল খল করতে করতে আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির। কেমন একটা ছমছমে ভাব সবার, না কোন স্পষ্ট কথা বলে, শুধু এদিক ওদিকে নজর,—বেশ সুবিধে বলে বোধ হ'ল না। জিগ্যেস করলাম, বাপুহে, তোমরা কর কি বল দিকিনি—কার ছেলে, কি বিত্তান্ত, একটু ভেঙ্গে বলতে হচ্ছে। ···পরিচয় তো কেউ দিলে না, যখন নেহাৎ কোণঠাসা করে ধরেছি তখন বললে, আমরা পরোপকার করে বেড়াই, এই জীবনের ব্রত করেছি, আমাদের একটা সেবা-সমিতি আছে···হেন তেন, সাত সতেরো।···ভাবলাম পথে এসো···কে কে আছ বাপু তোমাদের সেবা-সমিতিতে ? ধনুর্ধরগুলির নাম করতো। না, আছি আমরা অনেক-

জন, আমাদের প্রেসিডেণ্ট হচ্ছে গণেশ···এই মহামতি গণেশটি কে শুনতে হচ্ছে তো ?···তখন তোমার নাম করলে।

গোলোক। উনি হয়েছেন প্রেসিডেণ্ট ?—তা প্রেসিডেণ্ট রুস্‌ভেল্টও ছিলেন নাকি উপস্থিত ?

ভুবন। সে কথা নয়, তাকে আমি জানি, সৎ ছেলে—তবে বারণ করে দেবেন, ওসব গুণ্ডোটুণ্ডোদের সঙ্গে যেন না মেলামেশা করে, ওদের পক্ষে সবই সম্ভব কিনা ; নিরীহ ছেলে, কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, হুট করে এক স্বদেশী ডাকাতির মামলায় নাম উঠে গেল, তখন···

গোলোক। তুমি যা ভেবেছ তা আদপেই নয়। ডাকাতি করলেও তো বুঝতাম, হারামজাদা নিজের পেটের সংস্থান নিজে করছে। তা করবার ওর দরকার ?—জানে মামাবেটা চোখ বুজলেই চালচুলো যা একটু করে যাচ্ছে আমার হাতে আপ্‌সে এসে পড়বে।···সে সব কিছু নয়, সবগুনো এখন অন্য এক ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে···জানি কিনা, আমার কাছেও চর আসছে মাঝে মাঝে।

ভুবন। বুঝলাম না, একটু খোলসা করে বলুন, দাদা।

গোলোক। বলতে একটু বাধ বাধ ঠেকছে, তা নিজেদের মধ্যেই যখন···ওর নাম কি, বাড়িতে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে কি নাতনী-টাতনী আছে কি ?

ভুবন। একটি নাতনী আছে।

গোলোক। হ'ল তো ?···ঠিক ধরেছি। ডাকাতি নয়, ওরই জন্যে ঘটকের পাল পৌঁছেছিল। আমার ঐ আবাগের বেটা হচ্ছে পাত্র। গোটা ছয়েক আছে দলের মধ্যে। সব হরিহর আত্মা। তার মধ্যে গোটা তিনেকের মাথা মুড়ন হয়ে গেছে। এই সর্দার, এটার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠেছে সবার। আমার কাছে তো আমল পায় না, নিজেরা কোমর বেঁধে নেমেছে। কম মতলববাজ হারামজাদারা !···

ভুবন। ঘটকালি করতে গেছল সব ?—তা বললে না তো কেউ ; স্বচ্ছন্দেই পারত বলতে···দাদার সঙ্গে কুটুম্বিতে সেতো পরম সৌভাগ্য আমার···

গোলোক। সৌভাগ্য যদি কখন মনে করি তো আমি নিজেই কথা পাড়ব'খন। আগে একটা চাকরি করুক, পাকা হয়ে বসুক তাতে, তারপর ওসব শখ। আলাপ জমাতে গেছল সব ?—মেয়েটি নাতনী বললে না ? কেমন আটঘাট বেঁধে সম্বন্ধ পাকা করে আস্তে আস্তে এগুচ্ছে লক্ষ্য ক'রো ! পাকা খেলোয়াড় সব !···

ভুবন। আচ্ছা দাদা, আজ উঠি আর এক দিন আসব।

গোলোক। এসো।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবপুরের ষ্টীমার ঘাটের কক্ষ

(রাজেন, গণ্শা, কে, গুপ্ত উপস্থিত)

রাজেন। তোর মামা, মনে আঘাত পাবি তাই বলতে পারি না ; কিন্তু অন্য কেউ হলে বলতাম এটা নিছক শয়তানি।

গণ্শা। অ্যাজ এ মা-ম্মামা কিছু না বললি, কিন্তু অ্যাজ এ ম্যান ছাড়বি কেন ?

রাজেন। না, শয়তান বলব কেন ? উনি গুরুজন, মাথায় করে রাখবার জিনিষ, তবে ওঁর এটা মনে রাখা উচিত যে, এটা ডেমোক্র্যাসির যুগ—যার যে রকম খুশি পাত্রী বেছে নিতে পারে। ওঁর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে আজ তুই পুঁটুরাণীকে পেলেই সন্তুষ্ট, ধর যদি তুই বিদ্রোহ ক'রে বলিস

আমি বিধবা বিবাহ করব, কি আমার ক্ষেত্র গুঁইয়ের নাতনির সঙ্গে ভালবাসা জমে গেছে, তাকেই চাই, বলে বিদ্রোহ করে বসিস...

গণ্শা। বি-ব্বিদ্রোহ ক'রতে আর ক'দিন বা লাগে—কতদূর দৌড়, সেইটে স্থত্য দে-দ্দেখে যাচ্ছি। তুই কোন মেয়েটার কথা বলছিস! আমাদের সঙ্গে সেদিন যে চ্যা-চ্চ্যারিটি শো'তে ভলণ্টিয়ারি করছিল ?

কে, গুপ্ত। বড্ড মিলিটারি গোছের যেন……

গণ্শা। আপনি মি-ম্মিলিটারি কাকে বলেন ?

রাজেন। এ যুগের আমরা সবাই বিদ্রোহী গণ্শা, আমরা সমাজের কোন শাসনই মানব না। আমরা এক একটা…হ্যাঁ, আমরা এক একটা ঝঞ্ঝা, এক একটা ঘুর্ণি, এক একটা—এক একটা…

গণ্শা। ম-ম্মহামারী।

রাজেন। আমরা মানবো না। গোলোক চাটুজ্যে আর ভুবন মুখুজ্যের সমাজ ব্যবস্থা—সে আমাদের জন্যে নয়,—আমরা তাকে টেনে, উপড়ে, চুরমার করে প্রলয়ের বাত্যার মুখে ফেলে দোব, আমরা নতুন করে গড়ব—আমরা একালের নব-যৌবনের নবীন আলোক-দূতের দল—যার মধ্যে এক দিকে আছে বাংলার যত গণেশ, কে, গুপ্ত, ঘোঁৎনা, গোরাচাঁদ আর অন্যদিকে আছে যত পুঁটুরাণী, সাধনা গুঁই,—বাংলার এই সম্মিলিত যুব-মন নিয়ে আমরা এই পচ-ধরা গলিত শবকে নতুন করে গড়ব—আমাদের নতুন আশা, নতুন উদ্যমের যোগ্য করে… একবার সামনে চেয়ে দেখুন ; কী দেখছেন ?

কে, গুপ্ত। (হাবার মতন চেয়ে) কোন্ খানটায় ?

গণ্শা। প-স্পষ্ট তো নতুন সূর্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, মশাই।…চল রাজেন, অনেকটা রা-রাত হয়ে গেল।

রাজেন। নবযুগের নবীন সূর্য পাচ্ছেন না দেখতে? আপনি ঠিক এক রকমই থেকে গেলেন মশাই,—তালকাণা।

(গোরাচাঁদ ও ত্রিলোচনের প্রবেশ)

গণ্শা। গোরে! আজ আছিস কেমন?

গোরা। আর থাকা…

ত্রিলো। তুই মরবি কোন দিন, শুনলাম এক মাসের মধ্যে শিবপুরে দু'বেলা যত নেমন্তন্ন হয়েছিল…

গোরা। গা-জ্বালানে কথা বলিস নি তিলে, আর এই এক হপ্তা ধরে যে শুধু বার্লি আর লেবুর রস সার হয়েছে সেদিকে কারুর নজর যায় না। রোগ কাটিয়ে পথ্যিতে মারা যেতে বসেছি—পোরের ভাত, কাঁচকলা আর ডুমুরের ঝোল—শুধু দিনের বেলা, তাও ওষুধের মতন দাগে দাগে মাপা—মাসী আদর করে খাওয়াবার ছুতো করে পাখা হাতে সামনে বসে, যাতে এক মুঠোও ফালতু না তুলতে পারি। তার ওপর মেসো মাসীকে মিনিটে মিনিটে সাবধান করছে—'ওগো, প্রাণটা আগে।' প্রাণ মোটে আছে কি না আছে সেদিকে কারুর হুঁস নেই।

গণ্শা। খাওয়ার আগে প্রাণ—এতো ন-ন্নতুন কথা শুনছি, তাহলে তো রো-রোগের আগে ওষুধ দিয়ে বসবেন কোন দিন দেখছি।

গোরা। তুই এসা লাগসই উপমা ছাড়তে পারিস গণ্শা—রোগের আগে ওষুধই বটে! বাজে কথা থাক, একবার ওদিকে চল সবাই। মস্ত বড় একটা দরকারি কথা আছে, এখানে সুবিধে হবে না। খুব একটা কাজ গুছিয়েছি,—কেল্লা ফতে।

গণ্শা। ভে-ভেঙে বলবি, না হেঁয়ালি নিয়ে থাকবি?

গোরা। তোর মামাকে বলগে যত বাগড়া দিতে পারে দিক—পুঁটুরাণী এখন এদিকে।

ত্রিলো। এদিকে মানে ?

গোরা! এদিকে মানে আমাদের দলে। আমার মাসতুত বোনের সই হয় কিনা, এ বাড়িতে খুব আনাগোনা আছে, একটু একটু করে এসা ভাব জমিয়ে ফেলেছি যে গোরাদা বলতে এখন অজ্ঞান। অষ্টপহর তো আমার ঘরেই বসে থাকে—

ত্রিলো। খুব ধুর্ত বুঝি ?

গোরা। এক নম্বর, গণ্‌শাকে যা নাকানি-চোবানি খাওয়াবে···

গণ্‌শা। লেলে, ওর দাদামশাইকে পাঠিয়ে দিতে বলিস।

রাজেন। এতক্ষণ ধরে কি কথা হয় তোদের ?

গোরা। আমাদের খেলার, ভলন্টিয়ারির, বাইরে গিয়ে আমরা কোথায় কি করেছি না করেছি সেই সব গল্প। ভয়ানক ভালবাসে শুনতে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিগ্যেস করে।

কে, গুপ্ত। গল্পগুলো আগাগোড়া বলেন না তো মশাই ?

গোরা। আমায় সেই রকম কাঁচা ছেলে পেয়েছেন ? আমি স্রেফ ভাবছি গল্প বলে বলে কি করে ওর মনটা গণ্‌শার ওপরে বসাব।

ত্রিলো। বসেছে বলে মনে হয় ?

গোরা। ভাইরে, নারীর মন। তিন বছর বিয়ে করেছি, গিন্নির মনেরই এখনও পাত্তা পেলাম না, পুঁটুরাণী তো দূরের কথা। তবে হ্যাঁ, এই টুকু দেখেছি—গণ্‌শার গল্প হলে আর কিছু চায় না, আহার-নিদ্রা ভুলে যায় বললেও বড় একটা বেশি বলা হয় না। আমি গল্প বলে যাই—ও মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কত রকম ভাব খেলে যায় মুখে—কখনও হাসছে; কখনও গণ্‌শার বীরত্ব দেখে শিউরে উঠছে, কখন আহা বলছে—এক রকমারি কাণ্ড···কি রকম মনে হয় রে রাজেন ?

রাজেন। পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা। আমি চ্যালেঞ্জ করছি ভুবন মুখুজ্যে স্বয়ম্বর সভা

করুক, পুঁটুরাণী যদি লাট-বেলাটকে ছেড়ে গণ্শার গলায় মালা না দেয় তো রাজেনের নামে একটা কুকুর পুষিস।

গোরা। আমারও তো ঐরকম মনে হয়। অবিশ্যি স্বয়ম্বর আর আজকাল কে করছে—সে যুগই নয়…

রাজেন। সে যুগকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আমরা সইব না গোলোক চাটুজ্যে আর ভুবন মুখুজ্যের অত্যাচার। যুগ যুগ ধরে কত সংযুক্তা জয়সিংহদের অত্যাচারে অন্তঃপুরের ভ্যাপসা ঘরের মধ্যে কুঁকড়ে গুটিয়ে অকালে ঝরে পড়েছে…

গোরা। তা পুঁটু যে নতুন যুগের মেয়ে, তাতে একটুও সন্দেহ নেই। এখন নেহাৎ একটু বয়স কম, আর দাদামশাইয়ের আওতায় রয়েছে; তবু এক একটা যা চোখা বুলি ঝাড়ে!…এখন কথা হচ্ছে, যা করতে বসেছি আমরা তা কি করে করা যায়। আমি তো অনেকটা এগিয়ে এনেছি—গল্প-সল্পর মধ্যে দিয়ে; আগে 'তোৎলা গণেশ' বলত, এখন বলে 'গণেশদা'। কিন্তু কথা হচ্ছে, মনের মধ্যে প্রেম সঞ্চার না করে দিলে তো কাজ হবে না। এমন ব্যাপারটি দাঁড় করাতে হবে যাতে অন্য জায়গায় বিয়ের নামেই মুখ গোঁজ করে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু তা কি স্রেফ গল্পর মধ্যে দিয়েই সম্ভব?—রাজেন কি বলিস?

রাজেন। গল্প শুনেও প্রেম যে না হয় এমন নয়,—নদী কিসের আবেগে সমুদ্রের পানে ছুটে চলেছে? তবে দেখা-সাক্ষাৎ আদান-প্রদান হলে প্রেম যেমন দানা বাঁধতে পারে—শুধু গল্প শুনে শুনে—

গোরা। সেই কথা ভেবে আমিও একটা মতলব ঠাউরেছি, তোমাদের পছন্দ হয় কি-না দেখ। মাসিমা বলছিল—গোরা, নেড়ির জন্যে একটা মাষ্টার যোগাড় করে দিতে পারিস বাবা? তোর তো অনেক জানাশুনা আছে;

মেয়েটা কিছু পড়ে না বাড়িতে। আমি উত্তর দিইনি—দেখব বলে চুপ করে আছি, মনে মনে কিন্তু গণ্শাকে এঁচে বসে আছি।

ত্রিলো। নেড়ি তো পুঁটুরাণী নয় ?

গোরা। পুঁটুর সই, হরিহর আত্মা দু'জনে। রোজই আসে। দেখা সাক্ষাৎ হতে থাক রোজ গণ্শার সঙ্গে। তারপর ক্রমে—কি গো খুকু, কি পড় ? কোন্ স্কুলে পড় ? তারপর ক্রমে পুঁটু এসে নেড়ির সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করে দিক, গণ্শা ঠিক ম্যানেজ করে নেবে···

কে, গুপ্ত। কিন্তু ওর দাদামশাই কি টাকা দেবে ?

গণ্শা। টা-ট্টাকাটাই সব নাকি মশাই দুনিয়ায় ?—একটা—বু-ব্বুড়ো লোকের উপগার···

ত্রিলো। টাকার কথা নাই হ'ল, কিন্তু বুড়ো কি কোন মতে চাইবে তার নাতনি গণ্শার কাছে আসে, বসে, পড়াশোনা করে ?

গোরা। আমি পেটের দায়ে টিউশনি করছি মশাই, একটা মেয়ে আসে, একটু আধটু জিগ্যেস করে, বলে দিই, আপনার নাতনি কি হারাধনের ভাইঝি কি গুপিকেষ্টর ভাগনি তা আমি কি করে টের পাব ?—আপনার নাতনি হয় আপনি সরিয়ে নিন।

গণ্শা। আমি জানি বি-ব্বিদ্যে দান করা একটা পুণ্যি ; তাই সাদা মনে দা-দ্দান করে যাই।

গোরা। কিন্তু সে-সব কিছুরই দরকার হবে না—ভয়ঙ্কর চটা দাদামশায়ের ওপর, বড্ড কেপ্পন কিনা—পুঁটু নিজে একটু দরাজ—প্রায়ই তো ফলটা-আসটা নিয়ে আসে আর দাদামশাইয়ের কিপটেপনার গল্প করে। আমি আবার একটু একটু করে ওসকানিও দিতে থাকি কিনা। ওকে যদি মানা করে দিই পড়ার কথা বলতে তো কখনও বলবে না। আর যদি

পুঁটু। বিষ্টি তখন কোথায়? ভাবলাম—খিদে পেয়েছে, যাই চট করে নিয়ে আসি। বেরুতে যাব, কি বিষ্টি! কি বিষ্টি!—আমায় নিয়ে চলুন না আপনার ছাতার মধ্যে,…আসি?

গণ্শা। থামো, শুধু ছা-চ্ছাতায় ঠিক হবে না তো—আমার রেনকোটটা একটু মুড়ে-শুড়ে তোমায় পরিয়ে দিই, নইলে কাপড়টাতে ঝাপটা লেগে ভিজে যাবে।

পুঁটু। মেয়েরা কখনও ওসব পরে? আর কত বড়। (গণ্শা রেনকোট পুঁটুকে পরিয়ে দিলে) আর আপনার?—বা-রে!

গণ্শা। আমার কথা তো-ত্তোমার ভাবতে হবে না…

পুঁটু। ভাগ্যিস আপনি যাচ্ছিলেন এই পথ দিয়ে! আর বেশ গরমও হয় এগুনো, না গণেশদা? কিন্তু গণেশদা, আপনার সঙ্গে আড়ি।

গণ্শা। গণেশদার অপরাধ?

পুঁটু। আপনি কেন আমায় খুকুমণি বলবেন? আমার যেন নাম নেই?

গণ্শা। কি নাম তোমার?

পুঁটু। কেন?—মৃণালিনী, আপনি জানেন না? নিশ্চয় জানেন।

গণ্শা। মি-মৃণালিনী—মৃণালিনী?…বাঃ বেশ মিষ্টি নাম তো!

পুঁটু। যাঃ, মিষ্টি না আরও কিছু!

গণ্শা। রোসো, তোমার নামের একটা পদ্য যেন কবে কো-ক্কোথায় পড়েছিলাম, শুনবে?

পুঁটু। বলুন না শুনি, সব পদ্যই আমার বেশ লাগে।

গণ্শা। পু-প্পুকুরে ফুটেছে মৃণালিনী
তার রাঙা রূপে আলো করে,
গন্ধে ভ্রমর ঘোরে ফেরে,
বুঝি পা-প্পাগল করেছে তারে,

তা-ত্তার নধর শ্যামল মৃণালে
　　ঢেউ দুলে দুলে দেয় দোল,
তা-ত্তার আলোক-চুমিত রাঙাদল
　　ঘিরে বায়ু হোল উতরোল।
শো-শো-শো-শোন অচিন দেশের অতিথি গো-গো-গো-গো…

পুঁটু। (খিল খিল করে মুখ ঘুরিয়ে হেসে ফেললে, তারপর একটু সামলে) এইবার আমি বাড়ি যাই, আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

গণ্শা। না।

পুঁটু। ওমা, কেন? বাঃ! তা'হলে এটা নিন, আমি যাই!

গণ্শা। না, তুমি যাও, এই ছা-চ্ছাতাটাও নাও, ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দাওগে।

পুঁটু। বাঃ, আর আপনি?

গণ্শা। আমার কথা ভাবতে হবে না, আমি ত-ত্ত-তক্ষণ এই ছাতিম গাছটার তলায় দাঁড়াচ্ছি, বেশ ঘন আছে। শোনো।

পুঁটু। কি?

গণ্শা। দাদামশাইকে বলে কাজ নেই, বাড়ির কাউকেই নয়।

পুঁটু! কেন?

গণ্শা। এই ম-ম্মনে করবে ভারি একটু ছাতা দিয়ে উপগার করছে, আবার জা-জ্জানাতে এসেছে; তুমি বাইরের ঘর থেকেই পাঠিয়ে দিও।

(পুঁটু ঘাড় নেড়ে চলে গেল। গণ্শা অনেকক্ষণ বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল—ভিজে ভিজে হাঁটল কয়েকবার, তারপর)

গণ্শা। উঃ, কি ধড়িবাজ মেয়ে! আটকে রাখলে চ্ছাতা আর কোটটা!…উঃ, গ-গ্গণ্শার ওপরও টেক্কা দেওয়া!·· আচ্ছা!

(হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে গেল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(গোলক বসে খেরোর খাতায় হিসেব দেখছে, ভুবনের প্রবেশ)

ভুবন। দাদা, যা শুনছি সব কি সত্যি ?

গোলোক। কি শুনলে আর কি সত্যি হ'তে হবে ?

ভুবন। সবাই বলছে, আমাদের গণেশ নাকি নিরুদ্দেশ হয়েছে, তার নাকি কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না ?

গোলোক। একথা নিশ্চয়ই গণ্শার দলের লোকেরা রটাচ্ছে ?

ভুবন। শুধু তারা কেন, সবাই বলাবলি করছে—

গোলোক। ওরা আগে বলে বেড়িয়েছে, এখন তাই শুনে সবাই বলাবলি করছে —জান তো পাঁচ কানে কথা গেলে যা হয়—

ভুবন। তা হলে কথাটা সত্যি না ?

গোলোক। সত্যি না হলেও মিথ্যে বলেও উড়িয়ে দেওয়া চলে না, কারণ ও হতভাগাটা দুদিন হ'ল বাড়ি ফিরছে না। তবে ফিরবে, কারণ এক পয়সা রোজগার করবার মুরদ নেই, নিরুদ্দেশ হয়ে খাবেন কি ? তারপর তোমার খবর ভালো ? পুঁটুমা কেমন আছে ?

ভুবন। ভালই—তবে মা আপনার গণেশের নিরুদ্দেশের খবর শুনে একটু মুসড়ে পড়েছে—

গোলোক। কেন, কেন ?

ভুবন। পুঁটুদের স্কুলের প্রাইজের সময় গণেশ নাকি কত কি খেলা দেখাত, তাই গণেশ নিরুদ্দেশ হ'লে সে খেলা কি করে দেখান হবে, এই তার ভাবনা—

গোলোক। তাই বলো ; ও ঠিক হয়ে যাবে—বলি রাজা বিনে রাজত্ব আটকায় না, আর এ ত ভারী গণেশচন্দ্রের খেলা ! তা হবে নাকি এক হাত ?

ভুবন। না দাদা—পুঁটুকে নিয়ে আবার একবার কালীঘাট যাব—আজ তা হলে আসি, গণেশের খোঁজ পেলে আমাকে জানিও কিন্তু— (প্রস্থান)

গোলোক। (হিসেব দেখে) একশ কুড়ি টাকা বার আনা তিন পয়সা—কে ?

(ত্রিলোচনের প্রবেশ)

ত্রিলো। আমি তিলু— (তিলু আসিয়া গোলোককে প্রণাম করলে)

গোলোক। কি মনে করে ? বস—

ত্রিলো। না বসব না কাকা—এসেছিলাম একবার গণেশের খোঁজে, তা শুনলাম সে নাকি তিন দিন থেকে বাড়ি নেই—টেঁপি বললে।

গোলোক। কোথায় গেছে কিছু জান ?

ত্রিলো। আজ্ঞে জানিনা তো। আমি আবার তিন দিন ছিলাম না কিনা, কালসিটেয় গিয়েছিলাম, এসে মনে করলাম একবার গণ্শার সঙ্গে দেখা করে আসি। এখানে এসে টেঁপির মুখে সব শুনে মনে হলো মা ধরিত্রী যেন পায়ের নীচে থেকে সরে যাচ্ছেন।

গোলোক। কাল না হয় একবার এসো—

ত্রিলো। কাল আসবে সে ?

গোলোক। তা ত বলতে পারি না।

ত্রিলো। তাই আসব তা হলে— (উঠে দরজার কাছে গিয়ে ফিরে এল)

গোলোক। কি হলো ?

ত্রিলো। একটা কথা হঠাৎ মনে হতে ফিরে এলাম কাকা, মানে, নিরুদ্দেশ হয়ে যায়নি তো ? যে রকম দিনকাল পড়েছে।

গোলোক। কি রকম দিনকাল ?

ত্রিলো। দিনকাল মানে—মানে—কলিকাল আর কি—এমন দেবতুল্য মামা ছেড়ে……

গোলোক। সবই আমার বরাত—নইলে এমনটি হবে কেন।

ত্রিলো। আমি বলছিলাম কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে হয় না? গণেশের একটা ফটো দিয়ে?

গোলোক। সে কি বিজ্ঞাপনে ধরা দেবার ছেলে?

ত্রিলো। তাইত বটে—আমাকে আবার বলেছিল কিছুদিন আগে যে সন্ন্যাসী হবে।—মহা ভাবনায় পড়া গেল দেখছি—

গোলোক। ভাবনার আর কি আছে, সাবালক ছেলে—

ত্রিলো। হ্যাঁ—তাতো বটেই—। তা হলে কালই একবার আসব।

(উঠে আবার ফিরে এলো)

গোলোক। কি?

ত্রিলো। আমাকে অনেকদিন আগে বলেছিল—আত্মহত্যা করেনি তো?

গোলোক। (একটু ভেবে, নিরুদ্বেগ কণ্ঠে) আত্মহত্যা—আত্মহত্যা?

ত্রিলো। তা হলেও সর্বনাশ কিনা।

গোলোক। না, তেমন সর্বনাশ আর কি? ভুল করে যদি করেই আত্মহত্যা তো একটা প্রাণ, বিয়ে ত দেওয়া হয়নি।

(হিসাব চলতে লাগল, ত্রিলোচন এক সময় সন্তর্পণে উঠে গেল)

সপ্তম দৃশ্য

গোলোক চাটুজ্জ্যের বৈঠকখানা

গোলোক, ন্যায়রত্ন ও ভুবন বসে আছে, কোষ্ঠি
বিছান রয়েছে সামনে।

গোলোক। নাঃ, ও ছোঁড়ার কিছু হবে না ভায়া, অনেক চেষ্টা করে তো দেখলাম। যা পেল্লাদ-মার্কা ছেলে গর্ভে ধরেছিল দিদি।…নাঃ, দাও ঝুলিয়ে, তোমার নাতনিটিরও তো ওদিকে বয়স হোল…(গলা চড়িয়ে ন্যায়-রত্নের প্রতি) তা ন্যায়রত্ন মশাই, রাজযোটক যে বলেছেন তা আগে থাকতেই টের পেয়েছি। দু'জনেই এক ছাঁচে ঢালা—এ বলে আমায় দেখ্ ও বলে আমায় দেখ; এখন কথা হচ্ছে ছোঁড়াটার উপার্জনের দিকে মতি-গতি ফিরবে তো ?—কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন…

ন্যায়রত্ন। তা স্ত্রীভাগ্যে ধন আছে। ভাগ্যবান ছেলে গণেশ আমাদের…

ভুবন। ভাগ্যবান না হ'লে, আটহাতি কাপড় পরে একটু একটু করে সারা জীবন ধরে যেটুকু করলাম—দু'টো মন্তর পড়ে সবটার মালিক হয়ে বসছে ?

গোলোক। আর আমিই বা কার জন্যে খেটে মরছি বলো না। মলে তো ঐ আবাগের বেটাই পাবে। (ন্যায়রত্নের প্রতি) সে কথা হচ্ছে না; বলি, সুখে থাকবে তো দু'টোতে ? ছোঁড়াটা মেয়েটাকে কষ্ট দেবে না তো ?

ভুবন। সে বড় শক্ত ঠাঁই ; নমুনা পাননি তার ? আমি বলি মেয়েটা ভায়াকে কষ্ট দেবে না তো ?

ন্যায়রত্ন। ঐ তো বললাম—রাজযোটক…কানটা একটু দেখাও এই সময়, নয় তো আমার অবস্থা হবে, ভুবন। (সকলে হাসিয়া উঠিল।)

অষ্টম দৃশ্য

গোরাচাঁদের বাড়ির বারান্দা

গণ্শা, রাজেন ও-কে, গুপ্ত উপস্থিত

গণ্শা। আসছে কিছু ?

রাজেন। ছাই আসবে ; একটু স্থির হয়ে বসে ভাবতে পারি তবে তো। তোর নিজের বিয়ে বলে কিছু করবি নি, ঘোৎনা গিয়ে এই সময়টি শ্বশুর বাড়িতে ম্যালেরিয়া নিয়ে পড়ল, আশ্বিন মাসে লোকে মুরসিদাবাদ যায় ?—একা মানুষ আমি কদিক সামলাই ? আর সব কথা ছেড়ে নাটকটার রিহার্সেল দেওয়ানই তো···

গণ্শা। ভাবতে থাক, এখনও দু-দুমাস রয়েছে। দু-দুমাসের কথায় মনে পড়ে গেল,—যদি বা-ব্বাবরি রাখি কেমন হয় রে রাজু ?

রাজেন। তুই বাবরি চুল রাখবি গণ্শা ! রেখে দেখ, আর দোমনা নয়। বিয়ের আসরে বাবরির সামনে কিছু দাঁড়াতে পারবে না, আমার কাছে গ্যারান্টি লিখিয়ে নে বরং। আমার আছে বলেই বলছি না, কোন্ বড় লোকটার নেই বল না ?—এই ধর রবিবাবু এক···নতুন খবর—গণ্শা কি বলছে শুনসে তিলে।···বাবরি রাখবে !

(গোরাচাঁদ ও ত্রিলোচনের প্রবেশ)

ত্রিলো। আঙুল গুনতে দেখে মনে করলাম বুঝি পদ্যটা লিখছিস দুজনে মিলে। বাবরি রাখবে, মস্ত এক নতুন খবর !·· নতুন খবর শুনবি তো ঐ গোরার মুখে শোন,—পুঁটুরাণী ওর বোনকে বলেছে আমাদের পাচ জনের কাছ থেকেই পাচখানা পদ্য চাই।···মাথা ঘুরে গেছে।
(গোরাচাঁদ ঢেউ করে একটা ঢেকুর তুলে মুখটা কুঞ্চিত করলে)

গোরা ভেবেছিল ভালো করে থ্যাট দিলে যদি দুটো লাইন বেরোয়। সমস্ত রাত ভেবেছে, ঘুম হয়নি, পেট ফেঁপে ঢেঁকুর তুলছে।…মস্ত এক খবর দিলি—গণ্শা বাবরি রাখবে বলেছে !

রাজেন। তা যদি বললি তো আমিও বলব—থ্যাটে চোঁয়া ঢেকুরই বেরোয়, পদ্য বেরোয় না। যে জিনিষের যে ব্যবস্থা—পদ্য লিখতে হলে বাবরি রাখতে হয়,—না বিশ্বাস হয় মিলিয়ে দেখ—রবিবাবু এক, মাইকেল দুই …

কে, গুপ্ত। আজ শানাপাড়ায় একটা খবর শুনে এলাম…

গণ্শা। দাঁ-দ্দাড়ান মশাই, দু-দ্দুটো খবরের ঠোকাঠুকিতে আগুন ছিটকোচ্ছে, আপনি আবার তে-ত্তেসরা এক খবর নিয়ে এলেন…

ত্রিলো। ঠোকাঠুকির কি কথা এমন হয়েছে ? তবে হ্যাঁ, পুঁটুরাণীর ফরমাস—একটু ভাবিয়ে তুলেছে বৈ কি। তা লিখে দিবি তো তোতে আর রাজেনে মিলে, আমাদের তো ভারি ভাবনা ! তাই আঙ্গুলের পাব গুনতে দেখে মনে করলাম রাজেন বুঝি নিজেরটা অক্ষর গুনে গুনে লিখছে। কি খবর বলছিলেন বলুন না মশাই, বলতে বলতে থেমে গেলেন কেন বেঁটে-অন্নদার পার্ট বলার মতন ?

কে, গুপ্ত। শানপাড়ায় ওরা নাকি রটিয়েছে গণেশের দলে এবার ভাঙন ধরেছে। দলের কারুর নাকি মত ছিলনা গণেশবাবু বিয়ে করেন—যেটুকুও বা টান আছে, যাবে এবার। শানপাড়া ইলেভন ষ্টারস তাদের টীমে ব্যাক খেলবার জন্যে আমায় ডেকেছিল ঐ কথা শুনে, তাদের মুখেই শুনলাম। আমি বললাম—সে কি মশাই !—তিলুবাবু, রাজেনবাবু, দলের আর সবাই মিলেই তো জোর করে বিয়ে দেওয়ালে ওঁর।

রাজেন। কিরে গণ্শা, পুঁটুরাণী সত্যি সবাইকে ঠেলে এসে বসবে নাকি ?

গণ্শা। লে-লে ! ও রকম হাজারটা পুঁটুরাণী এলে গ-গণ্শাকে তার ব-ব্বন্ধু

থেকে আলাদা করতে পারবে না; একটাকে তো ন-ন্নস্থি করে নোব।

ত্রিলো। একটা কথা বলব?—তিলের সব কথা আবার তোদের পছন্দ হয় না।

রাজেন। বল না, পছন্দমাফিক কথা বললে কেন হবে না পছন্দ?

ত্রিলো। গণ্শা রাখুক বাবরি মাথায়, একটা শখ হয়েছে, এমন কিছু ছিষ্টিছাড়া শখও নয় যে তার কথা। সেই সঙ্গে আর এক কাজ করা যাক—আমরাও সবাই রাখি বাবরি। শত্রুর মুখে ছাই পড়ুক, দেখুক দল ভেঙেছে কি আরও এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদেরও এ একটা বলবার থাকবে জীবনে—কবে বাবরি রেখেছিলাম, না, সেই গণ্শার বিয়ের সময়। বেশ তো, রাজেন যেমন বলছে তাতে কবিতা টানে সে আরও ভালো।···বাড়তে দে গণ্শা, আমরাও দি ছেড়ে, ঘোৎনাকে একটা আরজেণ্ট চিঠি ঝেড়ে দিই কাল, ওদিকে সেও গজাতে আরম্ভ করুক।

কে, গুপ্ত। আমাকেও রাখতে হবে?

রাজেন। কেন মশাই, আপনি পীর, না লাট-সাহেব?

কে, গুপ্ত। না, তা নয় ফুটবলে অসুবিধে······।

ত্রিলো। ছাড়ুন ফুটবল—কি আর এমন বেশি কথা?···

নবম দৃশ্য

শিবপুরের ষ্টীমারঘাট

ত্রিলোচন, গোরাচাঁদ, কে গুপ্ত উপস্থিত

(চারজনেই বাইরের দিকে চেয়ে) ঘোঁৎনা না ?

(ঘোঁৎনার প্রবেশ)

গোরা। ম্যালেরিয়ায় এমন মোটা হলি কি করে ?…বাবরি কৈ ?…এদিক থেকে হঠাৎ কি করে ?…

ঘোঁৎনা। শিবপুরে পা দিতে-না দিতে না দিতেই খুঁড়লি ? অসুখের পরে দার্জিলিং গেছলাম, শেয়ালদায় নেমে এই আসছি, ভাবলাম ষ্টিমার দিয়েই যাই, হতভাগাগুলো জেটিতে জুটেছে নিশ্চয়।…তা তোদের একি চেহারা !—মাথায় এক হাত করে চুল—গাজনের দল খুলেছিস নাকি ! একি কাণ্ড ! হঠাৎ এ মতিচ্ছন্ন কেন ?

ত্রিলো। কেন আমার চিঠি পাস নি ?

ঘোঁৎনা। মাস দুয়েক আগে—লাল পেন্সিলে আর্জেন্ট লেখা হঠাৎ এক পোষ্টকার্ড গিয়ে হাজির—চুল রাখ…একশ পাঁচ পর্যন্ত জ্বর উঠেছে তখন, বিভ্রান্ত বকছি—মাথায় ক্ষুর বুলিয়ে বরফ দেওয়া হচ্ছে। জ্ঞান হলে চিঠিটা দেখিয়ে শালাজ বললে—একি ব্যাপার—অসুখ হোল তোমার, মাথা খারাপ হোলো তাদের নাকি ?……তা সত্যি একি বিদকুটে কাণ্ড ?

ত্রিলো। কেন, দেখতে মন্দ হয়েছে ?

ঘোঁৎনা। চার জনকে চারটে যমদূতের মতন দেখতে হয়েছে। এখানে কেন ? কাপড় জামা ফেলে দিয়ে নেঙটি পরে একটু এগিয়ে ঐ শ্মশানঘাটে বসে

থাকগে, মানাবে ; কেউ যদি দেখে ফেলে তো তাকে কষ্ট করে আর বয়ে নিয়ে যেতে হবে না বেশি দূর।…আবার জিগ্যেস করে—মন্দ দেখতে হয়েছে ?…ম্যুনিসিপ্যালিটি তোদের রাস্তায় চলাফেরা করতে দিচ্ছে এখনও ?…সহরে কচি ছেলেপুলে নেই ?…কাল যার বিয়ে আজ তার ঐরকম ডুষমনের মতন চেহারা ?…পুঁটুরাণী কি বললে ?—ক্যান্সেল করে দেয় নি বিয়ে ?

কে, গুপ্ত। নাক সিঁটকেছিল, কিন্তু রাজেনবাবু তো বললেন—ওইটেই ভাল লক্ষণ…

ঘোঁৎনা। আরও অনেক ভাল লক্ষণ ওর অদেষ্টে বাকি আছে মশাই, কাল সন্ধ্যায় ঐ খেঁজুর গাছের মতন মাথায় টোপর দিয়ে যখন ভুবন মুকুজ্যের বাড়ি ঢুকতে যাবে, ঝাঁটা নিয়ে পুঁটুরাণী না ছুঠে আসে তো ঘোঁৎনার নামে একটা কেলে কুত্তা পুষে রাখবেন।…কোন্ দিগ্‌গজের মাথায় এলো এ বুদ্ধি ?—রেজোর নিশ্চয়,—নিজের ল্যাজ কাটা, চাইবেই তো সবগুনোকে বেঁড়ে করতে। কোথায় সে ? সেও শকুনির মতন মাঝখানে এসে বসে নি যে ?—যমদূতের সঙ্গে শকুনি না থাকলে মানাবে না তো…

গণ্শা। এসেই চেঁ-চেঁল্লাতে আরম্ভ করলি, মতলবটা কি তাই নয় ভেঙে বল না। চু-চ্চ্ল আমাদের নি-ন্নিজের নিজের মাথায়, রাজুকে দুষলে কি হবে ? তোর ইচ্ছেটা কি তাই বল না খোলসা করে ?

ঘোঁৎনা। ইচ্ছে চুল সুদ্যু মাথাগুলো ধড় থেকে নামিয়ে ফেলি। একটা লোক অসুখে পড়ে একটু চেঞ্জে যেতে পাবে না—নেমেই চোখের সামনে এই অযাত্রা! কালকে এই চিজ সঙ্গে করে বিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হবে! ভাবতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

কে, গুপ্ত। তা'হলে কাল সকালে না হয় কেটে ফেলুন…আমরাও…

ঘোঁৎনা। আপনার মাথা খারাপ হয়েছে মশাই, একে আছেই অল্প মাথায়,—কাল সকাল থেকে ওর মরবার ফুরসৎ থাকবেনা, তোয়াজ করে চুল কাটাবার সময় দিচ্ছে ওকে লোকে! আর ঐ চুল,—দুটি ঘণ্টার কমে বাগে আনা যাবে না। শোন, আমার কাছে স্পষ্ট কথা, যদি চাস যে আমি থাকি এ বিয়েতে তো গোরা গিয়ে এক্ষুনি দীনে নাপতেকে আমার বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসুক। কোণের ঘরটায় দোর-জানালা বন্ধ করে দিচ্ছি, একটা কড়া বাল্‌ব লাগিয়ে দিচ্ছি, একধার থেকে জঙ্গল সাফ করে ফেলুক, কাল তারও ফুরসৎ থাকবে না।···অমত থাকে তাও বলে দে? কিরে?

গণ্শা। চটেই খুন তুই! চুলের কাছে মো-মৌরুসি পাট্টা লিখে দিই নি তো···

কে, গুপ্ত। রাতারাতি অন্যভাব, সবাই কি বলবে?

গণ্শা। পু-পপুলিশ কোর্টে মামলা রুজু তো করবেনা মশাই; রা-র্‌রাস্তা থেকে কাউকে টেনে এনে মাথা মুড়িয়ে দিচ্ছি?

দশম দৃশ্য

ঘোঁৎনার বাইরের ঘর

পশ্চিমা নাপিতকে নিয়ে গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরা। দীনু নাপিতকে পাওয়া গেল না।

ঘোঁৎনা। কোথায় বাড়ী তোর?

নাপিত। ছাপরা।

আয়—মেছোবাজারের গুণ্ডার আড্ডায়—যেখানে ওকে মানাবে। কাল ওকে বিয়ের আসরে ঢুকতে দেবে ভেবেছিস ? আমিই ঐ কালভৈরবকে নিয়ে সে আসরে ঢুকব ?

নাপিত। যেতে দিন বাবু, চুল কোই নিয়েও আসে না, নিয়েও যায় না, ফির হোবে হনুমান্জিকে কৃপাসে···

রাজেন। তোকে শূলে দিতে হয় বেটাচ্ছেলে—পেনাল কোডে তোর সাজা নেই ···তুই—তুই···

ত্রিলো। মাথা খারাপ হয়েছে—চেঁচামেচি লাগিয়েছ রাত দুপুরে !

রাজেন। (হাতের কাগজগুলো ঘরময় ছড়িয়ে) ঐ নে, মাথা খারাপ হয় সাধে !—আদ্দেক পদ্য খালি গণ্শার চুল নিয়ে—ঐ পদ্য কাল আসরে বিলি করলে কুকুর লেলিয়ে দেবে না আমার পেছনে ?···নে, করব না মাথা খারাপ, তবে এইখানেই শেষ।

গণ্শা। (খপ্ করিয়া হাতটা ধরে ফেলে) ছে-চ্ছেলে মানুষি রাখ। স্থির হয়ে কোথায় একটা পরামর্শ করবি, না ঝ-ঝ্-ঝগড়া করবার সময় হোল তোদের ! কা-ক্কাটা চুল ফিরে আসবে আর ?

রাজেন। কা-ক্কাটা চুল যেমন ফিরবে না, তেমনি কারুর মাথাও তো ধার করে নিয়ে যেতে পারবি না কালকের জন্যে ; তাহলে পরামর্শটা কি হবে শুনি ? মোট কথা, আমি ঐ রকম খুলি চাঁচা বর নিয়ে ভুবন মুকুজ্যের বাড়ি উঠতে পারব না ; তোরা যেগে।

গণ্শা। আমারও কি কা-কাণ্ড-জ্ঞান নেই ?···তাই বলছিলাম কেউ একবার ক্লাবে যাক···

ত্রিলো। গেল না হয় গোরাচাঁদ, কিন্তু কাজটা কি ?

গণ্শা। কারলিং পরচুলো নিয়ে আসুক—কে-ক্কেষ্টর মাথায় যেটা পরানো হয়েছিল—আরও গোটাকতক বেছে বেছে···

(সবার মনে একটা স্বস্তির ভাব ফিরে এল।)

ঘোৎনা। (কে, গুপ্তকে) প্রীতি-উপহারগুলো কুড়িয়ে ফেলুন না মশাই, ছড়ানো থাকবে এই রকম ঘরময় ?

রাজেন। তোকে এ ছাঁটে যে নেহাৎ খেলো দেখাচ্ছে তা বলব না গণ্শা, আমি বলছিলাম, পদ্যগুনো সব চুল নিয়েই লেখা অথচ চুল সব গয়া! তাই···

ঘোৎনা। আরও একটা কথা—জামাই হোল, তা কাল এক রকম, আজ এক রকম—কেনরে বাপু!···আমার একটু তাড়াতাড়ি যে হয়নি, তা কি করে বলি—তবে সামলে নিতুম ঠিক ; এ-বেটা উজবুক যে একেবারে কসাই কি করে জানব ?

কে, গুপ্ত। আমার একটা মনে হচ্ছে···

ঘোৎনা। বলে ফেলুন কষ্ট করে !

কে, গুপ্ত। ইয়ে···সবই যখন প্রায় গেল, ওটুকুর ওপর ক্ষুর বুলিয়ে দিলে কেমন হয় ?···মানে, কড়কড়িয়ে কামড়ে ধরে পরচুলোটাকে ; ক্ষুর বুলানো মাথা খুব ইয়ে কিনা···(অনুমোদনের ভঙ্গিতে সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করা।)

গণ্শা। (কে, গুপ্তের দিকে একবার কড়া নজরে চেয়ে, নিরাশভাবে নাপিতকে) নে, চা-চ্চালা।

ঘোৎনা। (কে, গুপ্তের প্রতি) আপনাদের ছাপরার নাপতেরা কেমন হয় মশাই ?

কে, গুপ্ত। দেখিয়ে দিলে চালিয়ে নেয়।

ঘোঁৎনা। কতদিন আছিস এখানে ?

নাপিত। দো সাল।

ঘোৎনা। দেখিয়ে দিলে চালিয়ে নিতে পারবি ? এই চারটে উলুবন আমার মতন করে আনতে হবে। ভদ্রলোকের সামনে বেরুবার যুগ্যি করে।

নাপিত। দেখাবেন কি বাবু ?—হজাম আছি, না, ঠট্টা ?

গণ্শা। আগে গো-গ্-গোরা কি কে গুপ্ত বসলে হোত না ?

গোরা। অত ভয় পাচ্ছিস কেন তুই ? হ্যাঁ, মুঠো খানেক চুল হোত ভাবনা ছিল, কাটুক না কত কাটবে···পুকুরের জল ছেঁচতে ছেঁচতেও থেকে যাবে তোর।

ঘোঁৎনা। হোত ভাল তাই, তবে তোকে আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে—নে বসে যা, আমরা তো রয়েছি। (নাপিতকে) এই আমি বসছি, আমার চুল দেখ্ আর ওর চুল কাট। তোরা খুব লক্ষ্য রাখিস ঠিক মিলছে কিনা।

(কাঁচিতে চুলের গোছা কেটে কেটে পড়তে লাগল—সবাই নির্দেশ করছে—"এই এদিকটা ধর এবার···এখানটা" ইত্যাদি। খানিকক্ষণ গেল। সবার মুখ শুকিয়ে আসছে ; মুখ চাওয়াচাওয়ি চলছে)

গণ্শা। ঘোঁৎনা, এ যে ক-কদম ফুটিয়ে তুললে মাথায় ! আর চু-চ্চুল কৈ যে মেলাবে ? (ভাল ভাবে মাথায় হাত দিয়ে দেখা)

ঘোৎনা। বুঝছিস না গণ্‌শা, ভেবে দেখলাম তোকে পালোয়ানি ছাঁটটাই মানাবে —বিয়ের রাত্তিরটা—মানে, সেই সমস্ত মাথা সাদা, শুধু কপালের কাছটায় চমৎকার এক খামচা চুল—ছোট ছোট···

রাজেনের কণ্ঠস্বর। তোরা ঘরে আছিস সব ?—

গণেশ তো ভাই নেড়াই জানি,
আজকে তোমার চাঁচর কেশ
টোপর ফুঁড়ে লুটিয়ে প'ড়ে
ঢাকলে কেন স্কন্ধ দেশ ?······

একি ! গণ্‌শা কোথায় ? আরে, গণ্‌শাই তো, একি ভোল !

ঘোৎনা। এই বেটা উজবুকের পাল্লায় পড়ে···বললে দু'বছর কলকাতায় আছি, জানি চুল ছাঁটতে।

নাপিত। আমি কি করবে বাবু বোলেন—ই বাবু বোলেন ই জগহ্‌টা ছাঁট তো উ বাবু বোলেন উ জগহ্‌টা ছাঁট—মাথার চুল ঘৈলাকা পানি বাবু, গড়াতে গড়াতে কোতো থাকবে বলুন ? আমার কি কসুরটি আছে একবার খেয়াল করে দেখুন বাবু···

রাজেন। কিরে একটু ভেবে বল্‌—মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে যে ! পদ্যগুলো ডেলিভারী নিয়ে ঘাটে গিয়ে দেখি নেই কেউ, ভাবলাম ঘোৎনার বাড়িই যাই, তার আসবার কথা আছে।···একি ! তোর কাল বিয়ে না জ্যেঠামশাইয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ ?···বুঝিয়ে বল্‌, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে···

ঘোৎনা। কেন, দেখতে এমন কিছু খারাপ হয়েছে ?

রাজেন। এ তোর কাজ ঘোৎনা, নিজের নেই, তুই এখন পরের ল্যাজ কাটিয়ে বেড়াচ্ছিস, আমার আর বুঝতে বাকি নেই। বলে—দেখতে কিছু খারাপ হয়েছে ? কিছু খারাপ হয়নি, তবে ওর জায়গায় ওকে রেখে

একাদশ দৃশ্য

বাসর ঘর

পুঁটুরাণী ও গণেশ বাসরে।

(শেষ রাত্রি। ঘর খালি শুধু একদিকে ঝি আর টেঁপি ঘুমুচ্ছে)

পুঁটু। (একটি হাই তোলার সঙ্গে উঠে পড়া। স্বগতঃ) একি। ও, ঠিক তো বাসর হয়েছিল। (ঘুমন্ত গণ্শার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে মাথায় হাত দেওয়া) বেটাছেলের মাথার চামড়া এই রকম ন্যাকড়ার মতো নরম হয় নাকি ? হবে বা। তাহ'লে দেখি তো গাটা কি রকম। (গণ্শা পাশ ফিরতেই পরচুলো খসে গেল) ও-বাবাগো! ডাকাত! (দুয়ার খুলে বাইরে পালানো)

গণ্শা। (হঠাৎ জেগে উঠে) অঁ, অঁ, না, আমি আমি—

(ঝি টেঁপিও জেগে উঠে, উভয়ে জড়াজড়ি করে) ওগো আমাদের মেরোনা··· আমরা কিছু করিনি···এই নাও আমার দুল ··এই নাও আমার চুড়ি খুন কোরনা আমাদের।

(বাইরে একটা গোলমাল সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে আসছে। ভিড় সিঁড়ির মাথায় থেমে গেল)

১ম ছোকরা। কে, ঠিক করে বলো···বাঙালী হায় কি পাঞ্জাবী ?···আর কে কে আছে সঙ্গে ঠিক করে বলো এখনও···আসল বরকে সরালে কোথায় ? চাঁদা করে চাঁটি দিতে আরম্ভ করো, নৈলে বেরুবে না কথা···

গণ্শা। আমি গ-গ্-গণেশ···

১ম ছোকরা। দেখুন বজ্জাতিটা! চেহারা গণেশের মতন বাগিয়েছে—তার ওপর কথা,—গলার আওয়াজ পর্যন্ত!

২য় ছোকরা। বেশ, তুমি গ-গ্-গণেশ, তো এখানে কি-কি-কি মনে করে এসেছ ?

১ম ছোকরা। সা-স্সাদি করবার আর জায়গা পাওনি ?…জবাব দাও না যে ?

২য় ছোকরা। চাঁটি না পড়লে দেবে না তো জবাব…

নেপথ্যে। সরে যাও গোলোক কাকা এসেছেন…

গোলোক। (প্রবেশ করে খানিকক্ষণ ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে) তোমরা সব নেমে যাও নিচে, এ সেই আবাগের বেটাই, কোন ভয় নেই। মরিঃ, কত খেলাই যে দেখলাম !

(ভিড়টা গোলমাল করতে করতে নেমে গেল। সিঁড়িতে মলের শব্দ, নেপথ্যে)

পুঁটু। না, আমি যাব না,—না না, ছেড়ে দাও আমাকে।

ভুবন। চল শালী, তোকে দিলুম এনে অমন কেষ্ট ঠাকুরটি, তোর বরাতে রাতারাতি বেতাইতলার নেড়াশিব হয়ে গেল তো আমি কি করব ?

যবনিকা